Contents

একাদশ বর্ষ

চতুর্থ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

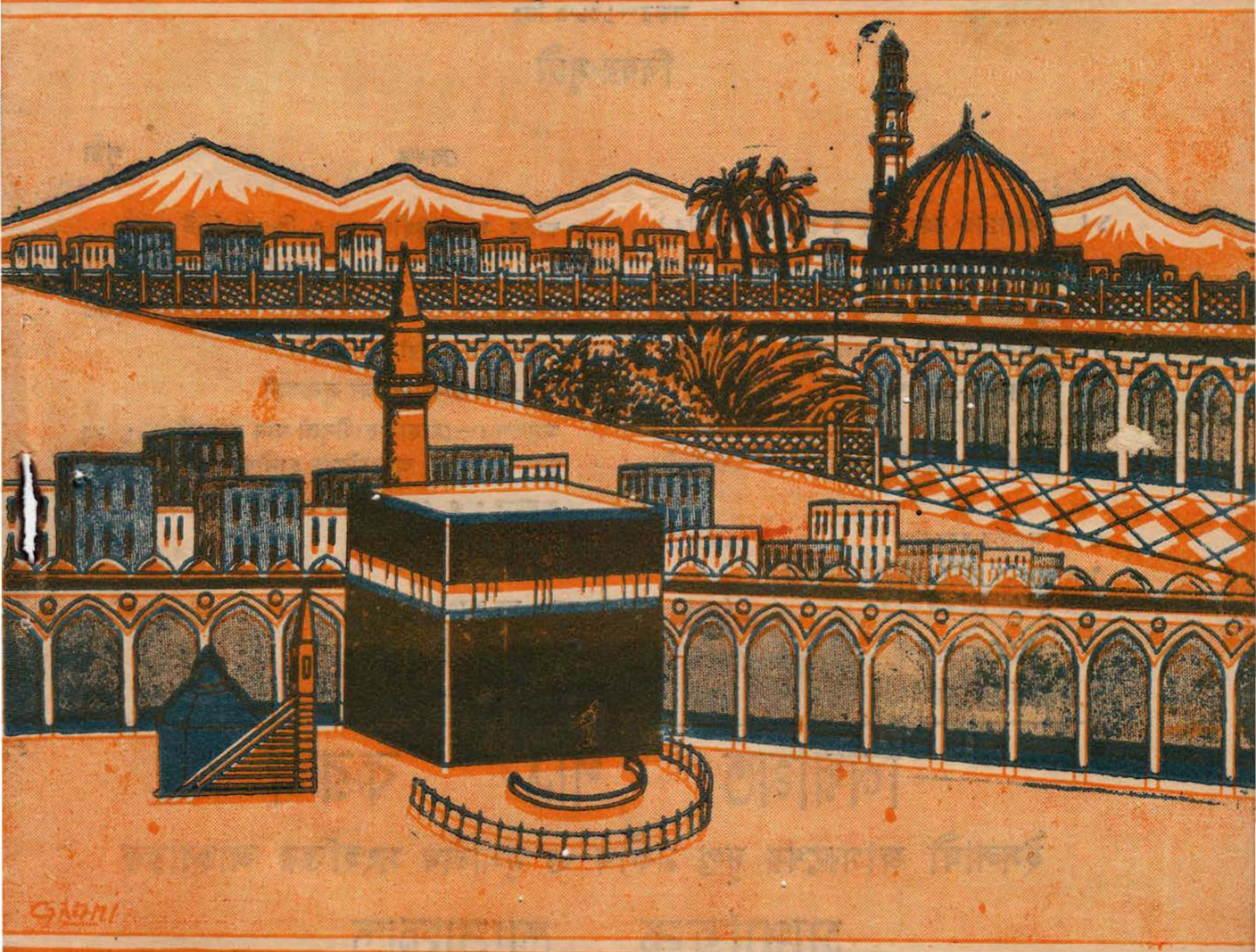

যুগ্ম সম্পাদক

শেখ মোঃ আবদুর রাহিম এম এ, বি এল, বি টি

আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,

এই সংখ্যার মূল্য ১০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬.৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

একাদশ বর্ষ—চতুর্থ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়—১৩৭০ বাং　　জুন-জুলাই—১৯৬৩ ইং

সফর—১৩৮৩ হিঃ

বিষয়-সূচী

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা (তফসীর)		শাইখ আবদুর্‌রহীম, এম-এ, বি-এল, বি-টি ; ফারিগ-দেওবন্দ	১৪৫
২।	মুহম্মদী জীবন-ব্যবস্থা	(হাদীস)	আবু য়ূসুফ দেওবন্দী	১৫৪
৩।	খৃষ্টান মিসনারী ও মুসলমান	(প্রবন্ধ)	আঃ নইম চৌধুরী	
৪।	মীলাদ-ই-মোহাম্মদী		মূলঃ—মওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ী অনুবাদঃ—মোহাঃ হাবীবুল্লা খান রহমানী	১৬৫
৫।	আল্লামা শওকানী (রহঃ)	(জীবনী)	মূলঃ—মওলানা আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী অনুবাদঃ এ, কে, মুহাম্মদ হুসাইন বাসুদেবপুরী	১৭১
৬।	আর্তের হাহাকার	(কবিতা)	সয়ফুল ইসলাম উদ্দীন	১৭৭
৭।	হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কি ফকীহ ছিলেন না ?	(প্রবন্ধ)	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	১৭৯
৮।	সাময়িক প্রসংগ		সম্পাদক	১৮৬
৯।	প্রাপ্তি-স্বীকার		আবদুল হক হক্কানী	১৮৯

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

৬ষ্ঠ বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক ঃ মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা ঃ ৬·৫০　ষান্মাষিক ঃ ৩·৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার ঃ সাপ্তাহিক আরাফাত ৮৬নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুলহাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

একাদশ বর্ষ	জুন-জুলাই ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দ, সফর১৩৮২ হিঃ, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৬৯ বংগাব্দ	চতুর্থ সংখ্যা

প্রকাশ স্থল : ৮৬ নং কাযীআলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি এল বি, টি, ফারিগ-দেওবন্দ

بسم الله الرحمن الرحيم

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ ١٨٠

أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا نِ الْوَصِيَّةُ

لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

الْمُتَّقِينَ ۝

১৮০ [হে মুমিনগণ,] তোমাদের জন্য ইহা ফরয করা হইল যে, তোমাদের কাহারও মরণকাল উপস্থিত হইবার সময়ে সে যদি কোন ধন-সম্পদ ছাড়িয়া যাইতে থাকে তবে সে তার পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়দের মধ্যে উহা বণ্টনের সঙ্গত অসীয়ত করিবে। ইহা মুত্তাকীদের উপর অবধারিত।[১৯৬]

১৯৬ "আমার মৃত্যুর পরে আমার অমুক সম্পত্তি বা সম্পত্তির এত অংশ অমুকে পাইবে" এই-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(١٨١) فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم ٥

১৮১ অনন্তর ঐ অসীয়ত শুনিবার পরে কেহ যদি উহা পরিবর্তন করে তবে যাহারা উহা পরিবর্তন করিবে তাহাদের উপরই ঐ পরিবর্তন-জনিত পাপ বর্তিবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ অত্যন্ত শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ।

(١٨٢) فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم ٥

১৮২ কিন্তু কেহ যদি অসীয়তকারীর তরফ হইতে পক্ষপাতিত্বের অথবা [উহাদের মধ্যে কোন লোককে অথবা লোকদেরে কিছুই না দিবার ব্যবস্থা-জনিত] পাপের আশঙ্কা করিয়া মৃতের পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিরোধ রফা [করিতে গিয়া অসীয়তে পরিবর্তন সাধন] করে তবে তাহার কোনই পাপ হইবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাকারী, অত্যন্ত দয়ালু।

রূপ উক্তি যদি কেহ করে অথবা এই মর্মে যদি কেহ দলীল সম্পাদন করে তবে এই প্রকার দানকে অসীয়ত বলা হয়।

হযরত মুহাম্মদ সঃ-র পয়গম্বরী লাভের পূর্বে মক্কার লোকেরা মৃত্যুর পূর্বে যে ভাবে খুশী নিজ নিজ সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা করিয়া যাইত। খ্যাতি ও সুনাম লাভের উদ্দেশ্যে তাহাদের অনেকেই আত্মীয়-স্বজনকে কিছুই না দিয়া নাচ-গান অনুষ্ঠানে অথবা কোন স্ফূর্তি-মেলায় অথবা অনাত্মীয় লোকদেরে সর্বস্ব দিয়া যাইত।

ইসলাম প্রচারের প্রথম ভাগে মুসলিমদের জন্য কোন দায়ভাগ আইন জারী না হওয়ায় মুসলিমগণ আত্মীয়দেরে ধন-সম্পদ না দিয়া অনাত্মীয়দেরে দান করিতে গৌরব অনুভব করিত। আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিয়া মুসলিমদেরে তাহাদের সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রাথমিক হুকুম জ্ঞাপন করেন। তাহাদেরে বলা হয় যে, পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়গণই সম্পত্তি পাইবার অধিকতর হকদার। কাজেই তাহারা যেন মৃত্যুর পূর্বে তাহাদের সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থাকালে পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়দের জন্য অবশ্যই অসীয়ত করিয়া যায়। কাহাকে কী পরিমাণ দিতে হইবে তাহা আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট না করিয়া সম্পত্তির মালিকের ইন্সাফের উপর উহা ছাড়িয়া দেন।

অনন্তর, তাহারা যখন পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়দেরে সম্পত্তি অসীয়ত করিয়া যাইতে অভ্যস্ত হইয়া উঠে, এবং তাহারা যখন এই প্রকার অসীয়তকে নিজেদের কর্তব্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করে তখন আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের মধ্যে দায়ভাগ আইন জারী করেন।

দায়ভাগ আইন জারী হওয়ার পরেও অসীয়ত নীতি অব্যাহত থাকে। দায়ভাগ আইনের পূর্বে পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়দের কাহারও কোন অংশ নির্ধারিত ছিল না বলিয়া তাহাদের উদ্দেশ্যে অসীয়ত নীতি যেমন প্রযোজ্য ছিল, দায়ভাগ আইনের পরেও তেমনি যে সকল আত্মীয়ের জন্য কোন অংশ দায়ভাগ আইনে নির্ধারিত হয় নাই তাহাদের উদ্দেশ্যে অসীয়ত-নীতি প্রযোজ্য রহিয়াছে। কাজেই এই আয়াতটিকে منسوخ বলা চলে না।

অসীয়ত নীতি পূর্বে যেমন ফরয ছিল, দায়ভাগ আইনের পরে অসীয়ত নীতির স্থলে দায়ভাগ আইন সেইরূপ অবশ্য পালনীয় হওয়ার ফলে অসীয়ত নীতি মুস্তাহাব-রূপে রহিয়া গেল।

www.ahlehadeethbd.org

১৮৩) يـايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون •

২৮৩। হে মুমিনগণ, তোমাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহাদের উপরে সিয়াম পালন যেমন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল তোমাদের উপরেও উহা সেইরূপ বিধিবদ্ধ করা হইল—সম্ভবতঃ তোমরা অন্যায় হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে পারিবে—[১৯৭]

১৮৪) اياما معدودت فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون •

১৮৪ গণা কয়েকটি দিন। অনন্তর, তোমাদের কেহ [ঐ দিন গুলিতে] পীড়িত অথবা সফররত থাকিলে ঐ সংখ্যক অপর দিন সমূহ। আর যাহারা কষ্টে-সৃষ্টে সিয়াম পালন করিতে পারে [তাহারা সিয়াম পালন না করিলে প্রত্যেক দিনের] কাফ্‌ফারা স্বরূপ তাহাদের উপরে এক এক মিসকীনের খাবার দান করা ওয়াজিব হইবে। অনন্তর, কেহ যদি কোন ইচ্ছাধীন নফল নেক কাজ প্রফুল্লচিত্তে সম্পাদন করে তবে উহা তাহার পক্ষেই মঙ্গলজনক। তবে সিয়াম পালন করাই তোমাদের পক্ষে মঙ্গলময়।[১৯৮] তোমরা যদি [সিয়ামের প্রকৃত মর্যাদা] জানিতে [তবে সিয়ামের কল্যাণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতে।]

১৮৫) شهر رمضان الذى انزل

১৮৫। রমযান মাস—এমন একটি মাস—

১৯৭। সিয়াম অনুষ্ঠানটি ধর্মীয় কোন নূতন অনুষ্ঠান নয়। ইহা হযরত আদম আ: হইতে আরম্ভ করিয়া হযরত মুহম্মদ সঃ পর্যন্ত প্রত্যেক নবী ও তাঁহার উম্মতের উপর ফরয করা হইয়াছিল। বিভিন্ন নবীর যুগে সিয়ামের দিনের সংখ্যা, উহার নিয়ম-কানুন ও খুঁটিনাটি ব্যাপারে কিয়ৎ পরিমাণে তারতম্য থাকিলেও মূল সিয়াম অনুষ্ঠান সকল নবী ও সকল উম্মতের পক্ষে অবশ্য পালনীয় ছিল।

হিজরী দ্বিতীয় সনে রমযান মাসটিকে সিয়াম পালনের কাল হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয় এবং ঐ মাসের সিয়াম পালনকে ফরয করা হয়। উহার পূর্বেও নবী সঃ সিয়াম পালন করিতেন বলিয়া বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়।

১৯৮। আয়াত দুইটির তাৎপর্য এই—সিয়াম পালন ব্যাপারে মুসলিমদেরে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (এক) ঐ সকল মুসলিম যাহারা নিঃসন্দেহে সিয়াম পালনে সক্ষম। তাহারা অবশ্যই সিয়াম পালন করিবে। (দুই) ঐ সকল মুসলিম যাহাদিগকে শরীআত সিয়াম পালনে অক্ষম বলিয়া স্বীকার করে। যথা, পীড়িত ও সফররত মুসলিম। তাহারা যথাক্রমে পীড়িত ও সফররত থাকার কারণে যত দিবস সিয়াম পালন না করিবে সুস্থ হইয়া ও বাড়ী ফিরিয়া তাহারা তত দিবস সিয়াম পালন করিবে। (তিন) ঐ সকল মুসলিম যাহারা সিয়াম পালন করিতে ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়া উঠে। তাহারা সিয়াম পালন করে ভাল; নচেৎ তাহারা এক একটি দিবসের জন্য একজন মিসকীনকে দুই বেলার খোরাক দান করিবে।

www.ahlehadeethbd.org

فيه القران هدى للناس وبينت من
الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر
فليصمه ومن كان مريضا او على سفر
فعدة من ايام اخر يريد الله بكم
اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة
ولتكبروا الله على ما هدكم ولعلكم
تشكرون .

যে মাসে লোকদেরে — থে পরিচালনাকারী, এবং সুপথ ও ন্যায় অন্যায় নির্ধারণ সম্পর্কে স্পষ্ট নিদর্শন বর্ণনাকারী কুরআন নাযিল করা হইয়াছে[১]। অতএব তোমাদের যে কেহ এই মাস প ইবে তাহাকে উ— সিয়াম অবশ্যই পালন করিতে হইবে। কিন্তু কেহ [ঐ মাসে] পীড়িত অথবা সফররত থাকিলে সে ঐ সংখ্যক অপর দিন [সিয়াম পালন করিবে]। আল্লাহ তোমাদের জন্য অনায়াসত্বের ইচ্ছা করেন, দুষ্করতার ইচ্ছা করেন না। আর [তিনি সহজসাধ্য ব্যবস্থা এই জন্যই দেন] যাহাতে তোমরা [সিয়াম দিবসের] সংখ্যা সম্পূর্ণ করিতে পারে; যাহাতে তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লার হিদায়াত দান উপলব্ধি করতঃ [স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া] তাঁহার মহত্ব ঘোষণা করিতে পার; এবং যাহাতে তোমরা [তাঁহার] কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাক!

১৯১। কুরআন মজীদ এক যোগে নাযিল হয় নাই। ইহা সুদীর্ঘ তেরো বৎসর ধরিয়া নাযিল হয়। কাজেই এই অংশের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এই কারণে এই অর্থের তাৎপর্য দুইভাবে বর্ণনা করা হয়। (এক) কোন এক রমযান মাসে কদর রাত্রিতে সম্পূর্ণ কুরআন মজীদকে লওহ-মহফুয হইতে স্থানান্তরিত করিয়া পৃথিবীর নিকটতম আসমানে অবস্থিত 'বইতুল-ইয্যাহ' ভবনে আনয়ন করা হয়। এই তাৎপর্যটি হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস রাঃ বর্ণনা করিয়াছেন। (দুই) নবী সঃ-র উপরে কুর্আন নাযিল হওয়া আরম্ভ হয় এই রমযান মাসে। আবু দাউদ হাদীস-গ্রন্থে বর্ণিত একটি হাদীসে ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। ঐ হাদীসে নবী সঃ বলেন, "....এবং রমযান মাসের ২৪ তারিখে মুহম্মদ সঃ-র উপরে ফুরকান নাযিল করা হয়।"

তারপর, انزل فيه القران অংশে فيــه র তরজমা "ঐ মাসে" না করিয়া যদি "ঐ মাস সম্বন্ধে" তরজমা করা হয় তাহা হইলে ঐ প্রকার কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু ঐ অর্থ গ্রহণে আপত্তি এই যে, فى শব্দটি কুরআন মজীদে ক্ষেত্র বিশেষে দশটি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে উহার ظرف = আধার, তথা স্থান ও কাল অর্থটিই মূলও সর্বপ্রধান অর্থ। ঐ আধার অর্থ গ্রহণ করা অসম্ভব বা অসঙ্গত হইলে অপর নয়টি অর্থের মধ্যে যে অর্থটি যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে সেই ক্ষেত্রে সেই অর্থ গ্রহণ করা যাইবে। ইমাম সুয়ূতী তাঁহার আল্-ইৎকান গ্রন্থে বলেন, "فى শব্দটির কতিপয় অর্থ রহিয়াছে। তন্মধ্যে 'আধার তথা স্থান, কাল অর্থই সর্বাধিক মশহুর।" ইহার পরে তিনি দেখাইয়াছেন যে, فى শব্দটি কুরআন মজীদে অবস্থাবিশেষে আরও নয়টি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

١٨٦) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۝

১৮৬। আর [হে নবী,] আমার বান্দারা আমার অবস্থান সম্বন্ধে যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিয়াছে তখন জানিয়া রাখুন, নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী—প্রার্থনাকারী যখন আমার নিকটে প্রার্থনা জানায় তখন আমি তাহার প্রার্থনা মনযুর করিয়া থাকি[২০১]। অতএব তাহারাও আমার আদেশ মানিয়া চলুক এবং আমার প্রতি ঈমান রাখুক,—সম্ভবতঃ তাহারা তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারিবে।

١٨٧) أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ

১৮৭। সিয়াম দিবসের রাত্রিতে নিজ নিজ স্ত্রীর সহিত রহস্যালাপ তোমাদের জন্য

---

২০০ অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ ঘটিয়া থাকে যে, বান্দা বিশেষ কোন বিষয়ের জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া আন্তরিক কাকুতি-মিনতি, আকুলি-বিকুলি ও কান্নাকাটি সহকারে আল্লার দরবারে প্রার্থনা জানাইতে থাকে অথচ ঐ প্রার্থনার এক কণা পরিমাণও মনযুর হইতে দেখা যায় না। তবে আল্লাহ তা'আলার এই প্রতিশ্রুতি দানের তাৎপর্য কী?

হাদীসে ইহার যে জওাব পাওয়া যায় তাহা এই—দুনয়াতে যে কোন মুসলিম আল্লার দরবারে যে কোন প্রার্থনা জানায় তাহার প্রার্থনা আল্লাহ তা'আলা এই দুনয়াতেই পূর্ণ করেন, অথবা ঐ প্রার্থনার ফলে আল্লাহ তা'আলা ঐ প্রার্থনাকারীকে অনুরূপ সম্ভাব্য কোন ক্ষতি হইতে রক্ষা করেন, অথবা তাহার প্রার্থনার প্রতিদান তাহাকে আখিরাতে দিবার জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখেন।

এই জওাব ছাড়া আরও কয়েকটি জওাব 'আলিমগণ দিয়া থাকেন। যথা,

(এক) এখানে أجيب র অর্থ 'আমি মনযুর করি' না করিয়া যদি 'আমি শুনি' করা হয় তাহা হইলে প্রশ্নটি উঠে না।

(দুই) এখানে دعاء র অর্থ যদি عبادت এবং أجيب র অর্থ যদি 'প্রতিদান দিব' গ্রহণ করা হয় তাহা হইলেও প্রশ্নটি উঠে না। আর عبادت অর্থে دعاء শব্দটির প্রয়োগ কুরআন মজীদেই পাওয়া যায়। যথা, সূরা المؤمن র ৬০ আয়াতে دعاء শব্দটি عبادت অর্থে স্পষ্টভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(তিন) এখানে প্রার্থনার মনযুরী সম্পর্কে কোন শর্ত আরোপিত না হইয়া থাকিলেও আদতে এই মনযুরী আল্লাহতা'আলার ইচ্ছাধীন। এই কথা সূরা الانعام র ৪১ আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ

"অনন্তর, তোমরা যে বিষয় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রার্থনা কর সেই বিষয়টি আল্লাহ যদি দূর করিবার ইচ্ছা করেন তবেই তিনি তাহা দূর করেন।"

(চারি) আয়াতের ভাষা عام (ব্যাপক) হইলেও এখানে উহার প্রয়োগ خاص (সীমাবদ্ধ)। অর্থাৎ (ক) কাষা-কদরে লিখিত হইয়া থাকিলে অথবা (খ) প্রার্থনাটির মনযুরী প্রার্থনাকারীর পক্ষে পরিণামে মঙ্গলজনক হইলে অথবা (গ) প্রার্থনাটি অন্যায় বা অসম্ভব না হইলে তবে উহা মনযুর করা হয়।

(পাঁচ) প্রার্থনা করার বিশেষ বিশেষ নিয়ম পদ্ধতি ও কায়দা কানুন রহিয়াছে। উহা পূর্ণরূপে পালন করা হইলে প্রার্থনাটি মনযুর করা হয়, নতুবা উহা প্রত্যাখ্যাত হয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

إلى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس
لهن علم الله انكم كنتم تختانون
انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالئن
باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من
الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام
إلى الليل ولا تباشروهن وانتم عكفون

হালাল করা হইল : কারণ তাহারা তোমাদের পক্ষে পরিচ্ছদবিশেষ এবং তোমরা তাহাদের পক্ষে পরিচ্ছদবিশেষ। ২০১

আল্লাহ জানিতেন যে, নিশ্চয় তোমরা [স্বভাবের তাড়নায়] নিজেদের সহিত বিশ্বাসভঙ্গ [করিবে; এবং কার্যতঃ তোমরা তাহাই] করিয়া চলিয়াছিলে। তাই তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইলেন এবং তোমাদের [অপরাধ] ক্ষমা করিলেন। অতএব আল্লাহ তোমাদের জন্য [পুত্র-কন্যা] যাহা কিছু অবধারিত করিয়া রাখিয়াছেন তাহা লাভের আকাঙ্খা লইয়া তোমরা এখন হইতে [সিয়াম দিবসের পূর্ববর্তী রাত্রিতে] তাহাদের সহিত মিলিত হইতে পার। এবং [পূর্ব চক্রবালে শেষ রাত্রির] কাল রেখার পরে ফজরের শুভ্র রেখা যে পর্যন্ত স্পষ্টরূপে প্রতিভাত না হয় সেই সময় পর্যন্ত তোমরা আহার করিতে থাক ও পান করিতে থাক। তারপর, তোমরা রাত্রি পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর।২০২

আর তোমরা মসজিদগুলির মধ্যে

২০১। স্বামী-স্ত্রীর এক জনের পক্ষে অপর জনের পরিচ্ছদ হওয়ার তাৎপর্য দ্বিবিধ। (এক) পরিচ্ছদ যেমন মানুষের শরীরের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত থাকে স্বামী-স্ত্রীও সেইরূপ একে অপরের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। (দুই) পরিচ্ছদ যেমন মানুষের শরীরকে শীতাতপ হইতে রক্ষা করিয়া উহাকে সুস্থ রাখে, স্বামী-স্ত্রীর একে অপরকে সেইরূপ দুর্নীতি ও অশ্লীলতা হইতে রক্ষা করিয়া তাহার চরিত্রকে নির্মল রাখে।

২০২। সহীহ বুখারী ও সুনান নস'ঈ হাদীস-গ্রন্থদ্বয়ে বরা' রাঃ-র যবানী বর্ণিত হাদীস হইতে জানা যায় যে, সিয়াম ফরয হইবার প্রথম দিকে সিয়ামের একটি নিয়ম এই ছিল যে, সন্ধ্যাকালীন আহার গ্রহণ করিবার পূর্বে যদি কেহ ঘুমাইয়া পড়িত তবে তাহার পক্ষে ঐ রাত্রিতে এবং পরবর্তী দিবসে কোন কিছু পানাহার করা হালাল হইত না। ঘটনাক্রমে জনৈক সাহাবী সারা দিবস সিয়াম পালন করিবার পরে সন্ধ্যাকালীন আহার জুটিবার পূর্বেই ঘুমাইয়া পড়েন। রাত্রিতে কিছুই না খাইয়া পরবর্তী দিবসে সিয়াম পালন করিতে গিয়া তিনি দুপুর বেলায় বেহুশ হইয়া পড়েন। এই ঘটনার পরে আয়াতটি নাযিল হয়।

তফসীরকারগণ বলেন যে, সিয়াম ফরয হইবার প্রথম দিকে, সূর্যাস্তের পর হইতে আরম্ভ করিয়া 'ইশার নমায সমাপন অথবা ঘুমান পর্যন্ত পানাহার ও স্বামী-স্ত্রীর মিলন হালাল ছিল। 'ইশার নমায সমাপন করিলে অথবা ঘুমাইয়া পড়িলে পর দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্বামী-স্ত্রীর মিলন হারাম হইয়া যাইত। এই আয়াতযোগে পানাহার ও স্বামী-স্ত্রীর মিলন বৈধ থাকার মী'আদ-কাল সুবহ সাদিক পর্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হয়।

সন্তান-সন্ততি লাভের নীয়াত ও আকাঙ্খা অন্তরে লইয়া স্বামী-স্ত্রীর মিলন সংঘটিত হওয়া উচিত। প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে স্বামী-স্ত্রীর মিলন বৈধ ও অনুমিত হইলেও ঐ প্রকার নীয়াত মুমিনের পক্ষে বাঞ্ছনীয় ও শোভনীয় নয়।

www.ahlehadeethbd.org

فِى الْمَسٰجِدِ ، تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَتَّقُوْنَ ٥

১৮৮) وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا

فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ

تَعْلَمُوْنَ ٥

১৮৯) يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ، قُلْ

هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ، وَلَيْسَ الْبِرُّ

ই'তিকাফকারী থাকাকালে স্ত্রীদের সহিত মিলিত হইও না।[২০৩] এই গুলি আল্লার [আরোপিত] গণ্ডী—কাজেই তোমরা উহাদের নিকটবর্তী হইও না। আল্লাহ নিজ নিদর্শনগুলি মানুষের সামনে এই ভাবেই বর্ণনা করিয়া থাকেন—সম্ভবতঃ তাহারা অন্যায় হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবে।

১৮৮। আর [হে মুমিনগণ,] তোমাদের ধন-সম্পদ তোমরা পরস্পরে অন্যায়ভাবে উপভোগ করিও না। এবং লোকের ধন-সম্পদের অংশ-বিশেষ পাপযোগে উপভোগ করিবার উদ্দেশ্যে তোমাদের নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করিয়া বিচারকদের নিকটে পৌঁছা তোমরা অন্যায় বলিয়া জান এমত অবস্থায় তোমরা উহা করিও না।[২৪]

১৮৯। [হে রসূল,] নূতন চাঁদগুলি [সূর্যের মত একই আকারে থাকে না কেন সে] সম্বন্ধে লোকে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, উহা মানুষের জন্য মাস সমূহের ও হজ্জ-

২০৩। ঘর-বাড়ী ও সাংসারিক যাবতীয় কাজ কর্ম সাময়িকভাবে পরিত্যাগ করতঃ মসজিদ মধ্যে দিবারাত্র আল্লার ইবাদত, ও যিক্‌র্‌-ফিক্‌রে মশগুল থাকার নাম ই'তিকাফ। রমযানের ২১ তারিখ হইতে মাসের শেষ পর্যন্ত ৯ বা ১০ দিবারাত্র ধরিয়া ই'তিকাফ করা সুন্নাত—কিফায়া। মহল্লার মসজিদে যে কোন এক জন উক্ত কাল ধরিয়া ই'তিকাফ করিলে সারা মহল্লার লোকের পক্ষ হইতে ই'তিকাফ-সুন্নতটি আদা হয়। কিন্তু কোন মুমিনই যদি ঐ প্রকার ই'তিকাফ না করে তবে মহল্লার সকল মুমিন ঐ সুন্নাত-ত্যাগজনিত অপরাধে অপরাধী হইবে।

২০৪। ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে উপভোগের স্বরূপ বিভিন্ন। কোন বস্তু আদতে হারাম না হইলেও উহার মালিক যদি অপর কোন ব্যক্তি থাকে এবং উহা যদি শরী'আত-সম্মত উপায়ে হস্তগত করা না হয় তবে তাহা এই আয়াতে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে। সেইরূপ উপভোগকারী যদি এমন কোন বস্তুর মালিক হয় যাহা আদতেই হারাম তবে তাহা উপভোগ করাও এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয়। কাজেই চুরি, ডাকাতি, ঠকবাযী, কালবাজারী, মুনাফা-খোরী, বিশ্বাসভঙ্গ, নাচ-গান-বাদ্যাদি, ঘুষ, সুদ প্রভৃতি উপায়ে ধন-সম্পদ লাভ করাও যেরূপ এই আয়াত দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেইরূপ মদ-গাঁজা-আফিম প্রভৃতি মাদক দ্রব্যাদি সংগ্রহে অথবা নাচ-গান-বাদ্যাদি উপভোগে অথবা ঘুষ, সুদ প্রদানে যে অর্থ ব্যয় করা হয় তাহাও এই আয়াত দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ
الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ
أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

কালের সীমা-নির্দেশক চিহ্ন।[২০৫] আর গৃহের পশ্চাদ্দিক হইতে গৃহ-প্রাঙ্গণে তোমাদের আগমন কোন পুণ্য কাজ নহে; বরং ঐ ব্যক্তি পুণ্যবান যে ব্যক্তি অন্যায় হইতে আত্ম-রক্ষা করিয়া চলে। অতএব তোমরা ঘরের দরজা দিয়াই ঘরে যাও।[২০৬] আর তোমরা আল্লাহকে সমীহ করিয়া চল—সম্ভবতঃ তোমরা সফলকাম হইবে।

২০৫। সূর্যের গতি দুই প্রকার—আহ্নিক ও বার্ষিক। কাজেই সূর্য দ্বারা দিন ও বৎসর নির্ধারণ করা যাইতে পারে; কিন্তু মাস নির্দ্ধারণ করা চলে না।

পক্ষান্তরে, চাঁদের গতি মাসিক হওয়ার কারণে চাঁদ দ্বারা মাস গণনা তো নিশ্চিত ভাবেই করা যায়; তাহা ছাড়া চাঁদের বিভিন্ন আকার দেখিয়া চাঁদের তারীখও মোটামুটিভাবে জানা যায়। কাজেই যে সকল পার্থিব কার-কারবার মাসের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে—যথা, যুদ্ধ বিরতির মাস চতুষ্টয়, কর্জ লেন-দেন ভাড়া লেন-দেন প্রভৃতি মাসিক চুক্তিগুলির মী'আদ চাঁদের সাহায্যে নিরূপণ করা সহজসাধ্য হয়। আবার যে সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান কোন মাস অথবা মাস-বিশেষের কোন তারীখের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে—যথা, সিয়াম, হজ্জ, দুই 'ঈদ, স্ত্রীলোকদের 'ইদ্দত প্রভৃতিও হিলাল দ্বারা অভ্রান্তভাবে নিরূপিত হইয়া থাকে।

যে সকল ইসলামী অনুষ্ঠান কোন মাসের সহিত অথবা মাসবিশেষের কোন নির্দিষ্ট তারীখের সহিত সংশ্লিষ্ট করা হইয়াছে, সেই অনুষ্ঠানগুলিকে গোড়াতেই সৌর মাসের সহিত জড়িত না করিয়া চান্দ্র মাসের সহিত কেন জড়িত করা হইয়াছে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ 'তরজুমানুল-হাদীস' দশম বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যায় "রমযানের সওগাত" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখুন।

২০৬। এই অংশটির বিষয়বস্তুর সহিত পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সঙ্গতি-সংযোগ আপাতদৃষ্টিতে ধরা পড়ে না বলিয়া তফসীরকারগণ উহাদের সঙ্গতি-সংযোগ বিভিন্নভাবে দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তন্মধ্যে যে ব্যাখ্যাটি ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী নিজস্ব বলিয়া দাবী করেন তাহা এই—

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী বলেন, দরজা দিয়া ঘরে প্রবেশের তাৎপর্য তর্কশাস্ত্র-সম্মত সুষ্ঠু যুক্তি প্রদান এবং ঘরের পশ্চাদ্দিক হইতে ঘরে প্রবেশের তাৎপর্য বিকৃত যুক্তি প্রদান। জ্ঞাত বিষয় অনুধাবন করিয়া তাহা হইতে অজ্ঞাত বিষয় প্রতিপাদনই সুষ্ঠু যুক্তি আর উহার বিপরীত যুক্তিই বিকৃত যুক্তি। আয়াতে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে সুষ্ঠু যুক্তিটি এই—যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই জগতের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন এবং যাহা সঙ্গত তাহাই করেন। তাঁহার কোন কাজই অর্থহীন নয়। তারপর, সকলেই জানে যে, চাঁদের অবস্থার পরিবর্তন আল্লার কাজ। কাজেই ইহার মধ্যে মঙ্গল নিহিত থাকা অবধারিত। ফলে, সুষ্ঠু যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়া চিন্তা করিলে প্রশ্নটি একেবারে অবান্তর হইয়া দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, চাঁদের আকার পরিবর্তনের মধ্যে নিহিত মংগল সম্পর্কে অজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়া আল্লার ঐ কার্যে কল্যাণ থাকা সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়াই বিকৃত যুক্তি এবং প্রশ্নকারীদের এই বিকৃত যুক্তির দিকে ইংগিত করিয়াই এই কথা বলা হইয়াছে। ইমাম রাযী অবশেষে দাবী করেন যে, তাঁহার এই ব্যাখ্যা ছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যাযোগে ইহার তফসীর সহীহ হয় না।

ইমাম রাযীর এই ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১৯০) وقاتلوا في سبيل الله الذين
يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب
المعتدين ٥

১৯১) واقتلوهم حيث ثقفتموهم
واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة
اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند
المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان
قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء
الكفرين ٥

১৯০। [অন্যায় হইতে তোমাদের আত্ম-রক্ষা কালে] তোমাদের বিরুদ্ধে যাহারা যুদ্ধ করে তোমরা আল্লার পথে[২০৭] তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাক; কিন্তু ন্যায়-সীমা অতিক্রম করিও না। ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ ন্যায়-সীমা লঙ্ঘনকারীদেরে ভালবাসেন না।

১৯১। আর ঐ [যুধ্যমান জাতির] লোকদেরে যেখানেই পাও সেই খানেই তাহাদেরে হত্যা কর; এবং তাহারা তোমা দিগকে যে [মক্কা] স্থান হইতে বহিস্কৃত করিয়াছে তোমরাও তাহাদিগকে ঐ স্থান হইতে বহিস্কৃত করিয়া ফেল; কেননা [ধর্মীয়, সামাজিক প্রভৃতি সকল প্রকার] বিভ্রাট-বিশৃঙ্খলই নরহত্যা অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ। আর মস্‌জিদুল-হরমের আশে পাশে তাহারা যে পর্যন্ত তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হয় সে পর্যন্ত তোমরা সেখানে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিও না। হাঁ, তাঁহারা যদি সেখানে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তোমরা তাহাদিগকে হত্যা কর। অবিশ্বাসীদের প্রতিদানই এইরূপ।

বক্তব্য এই যে, মুমিনদের ঐ প্রশ্নটির মধ্যে এমন কিছু পাওয়া যায় না যাহার উপর ভিত্তি করিয়া এ কথা বলা যাইতে পারে যে, চাঁদের আকার পরিবর্তনের মধ্যে কোন মঙ্গল থাকা সম্পর্কে প্রশ্নকারী সাহাবীগণ সন্দিহান হইয়া প্রশ্নটি করিয়াছিলেন। বরং আমরা বলি, প্রশ্নকারী সাহাবীগণ বিশ্বাস করিতেন যে, উহার মধ্যে বহু মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা তাহা জানিতেন না বলিয়া উহা জানিবার উদ্দেশ্যেই প্রশ্নটি করিয়াছিলেন। কাজেই ইমাম রাযীর এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

এই আয়াত অংশটির পূর্ববর্তী অংশের সহিত এই অংশের সঙ্গতি-সংযোগ অধিকাংশ তফসীরকার যে ভাবে দেখাইয়াছেন তাহা এই—

তোমরা তো চাঁদের আকার পরিবর্তন তথা আল্লার কাজের রহস্য জানিতে চাও। আচ্ছা, বল তো—তোমরা যে হজ্জের ইহ্‌রাম সম্পাদন করিবার পর হইতে হজ্জ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ঘরের দরজা দিয়া ঘরে না গিয়া ঘরের পশ্চাদ্দিকে ছিদ্র করতঃ ঐ ছিদ্র দিয়া ঘরে যাও তাহার পশ্চাতে কোন্ রহস্য ও কোন্ পুণ্য রহিয়াছে। তোমরা তোমাদের নিজেদের কাজেরই কোন কৈফিয়ৎ দিতে পার না; আবার আল্লার কাজের রহস্য জানিতে চাও! কী ধৃষ্টতা! যাহা হউক, চাঁদের উপকারিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা তোমাদের পক্ষে শোভনীয় ছিল। তবে শুন, ইহার উপকারিতা এই··· ···।

২০৭। মুসলিমদেরে এই নির্দেশ দেওয়া হইতেছে যে, কাফিরগণ তাহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে মুসলিমগণ ঐ কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারিবে। মুসলিমদের এই যুদ্ধের মূলে আক্রোশ বা প্রতিহিংসা থাকিবে না—থাকিবে আল্লার দীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। في سبيل الله দ্বারা এই দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

মুহম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলূগুল মরাম—বঙ্গানুবাদ ও ভা...

—আবু য়ূসুফ দেওবন্দী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

بَابُ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ

ঈলা,[১] যিহার[২] ও কাফ্‌ফারা অধ্যায়

২৮২। (ক) 'আয়িশা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ তাঁহার স্ত্রীদের নিকটবর্তী হইবেন না বলিয়া [এক সময়ে] ঈলা' বা কসম করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে নিজের জন্য হারাম বলিয়াছিলেন। ফলে হালালকে হারাম করার কারণে তিনি কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা পালন করেন।—তিরমিযী। ইহার রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

(খ) ইব্‌ন 'উমর রাঃ বলেন, ঈলা' সংক্রান্ত চারি মাস অতিক্রান্ত হইবার পরে [যদি ঈলা'-কারী তাহার স্ত্রীকে গ্রহণও না করে, তালাকও না দেয় তবে] ঈলা'কারী যে পর্যন্ত তালাক না দেয় সে পর্যন্ত ঈলা'কারীকে আটক রাখা হইবে। এবং সে যে পর্যন্ত তালাক না দিবে স্ত্রীর প্রতি কোন তালাক বর্তিবে না।—বুখারী।

(গ) তাবি'ঈ সুলাইমান ইব্‌ন য়াসার রহঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ-র সাহাবীদের মধ্য হইতে বার জনেরও অধিক সাহাবীকে আমি দেখিয়াছি। তাঁহাদের সকলেরই এই মত ছিল যে, ঈলা'কারীকে আটক রাখা হইবে [যদি সে চারি মাস পরেও স্ত্রীকে গ্রহণও না করে এবং তালাকও না দেয়]। ইমাম শাফি'ঈ ইহা রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

(ঘ) ইব্‌ন 'আব্বাস রাঃ বলেন, জাহিলী যুগে এক বৎসরের জন্য, দুই বৎসরের জন্য ঈলা' করা হইত। অনন্তর, আল্লাহ উহাকে চারি মাসের জন্য নির্দিষ্ট করিলেন। কাজেই

১। ঈলা' শব্দের অর্থ কসম করা। শরী'আতে ঈলা' বলিতে চারি মাস কাল নিজ স্ত্রীর নিকটবর্তী হইবে না বলিয়া কসম করা বুঝায়। যদি চারি মাসের কম মী'আদের জন্য কসম করা হয় অথবা ঐ প্রকার প্রতিজ্ঞার সহিত কসম যুক্ত করা না হয় তবে উহাকে শরী'আতে ঈলা' বলা হইবে না।

সূরা আল্-বাকারার ২২৬।২২৭ আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ-তা'আলা বলেন, "যাহারা নিজ স্ত্রী সম্পর্কে ঈলা' করে তাহারা চারি মাস অপেক্ষা করিবে। অনন্তর, তাহারা যদি নিজ স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া যায়, তবে তাহাতে কোন দোষ নাই—এ ব্যাপারে আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাকারী, অত্যন্ত দয়ালু। আর তাহারা যদি তালাক দিবার দৃঢ় ইচ্ছা করে [এবং কার্যতঃ তালাক দেয়] তবে আল্লাহ ঐ ব্যাপারে অত্যন্ত শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ।"

চারি মাসের অধিক কালের জন্য ঈলা' করা শরী'আত বিরুদ্ধ। ঈলা'র চারি মাস মী'আদ শেষ হইলে স্বামী তাহাকে হয় গ্রহণ করিবে, না হয় তালাক দিবে।

২। নিজ বিবাহিতা স্ত্রীকে বিশেষ এক পদ্ধতিতে নিজের জন্য হারাম ঘোষণা করাকে যিহার বলা হয়। যথা, কেহ যদি বলে, "তুমি আমার পক্ষে আমার মাতার পিঠের মত," তবে এই প্রকার উক্তি করাকে যিহার বলা হয়। উক্তিটির মধ্যে 'মাতার পিঠ'বা (ظهر) শব্দের উল্লেখ থাকায় ইহার নাম ظهار যিহার হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

চারি মাসের কম হইলে তাহাকে ঈলা' বলা চলিবে না।—বাইহাকী।

২৮৩। (ক) ইব্ন 'আব্বাস রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক জন লোক তাহার স্ত্রী সম্পর্কে যিহার করিয়াছিল। তারপর, সে [যিহারের কাফ্ফারা পালন না করিয়াই] ঐ স্ত্রীর সহিত সহবাস করিয়া বসে। অনন্তর, সে নবী সঃ-র নিকটে আসিয়া বলিল, "আমি কাফ্ফারা পালন করিবার পূর্বেই তাহার সহিত মিলিত হইয়াছি।" নবী সঃ বলিলেন,

فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به

"আল্লাহ তোমাকে যাহা করিতে হুকুম করিয়াছেন তাহা তুমি যে পর্যন্ত না করিবে [অর্থাৎ কাফ্ফারা যে পর্যন্ত পালন না করিবে] সে পর্যন্ত ঐ স্ত্রীর নিকটবর্তী হইও না।"—তিরমিযী, নস'ঈ আবূ দাউদ ও ইব্ন মাজা। এই হাদীসটিকে তিরমিযী সহীহ বলিয়াছেন; কিন্তু নস'ঈ ইহার মুরসাল হওয়াই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মত দিয়াছেন।

(খ) ইব্ন-'আব্বাসের এই হাদীসটি বায্যার রিওয়াত করিতে গিয়া শেষে এতটুকু বেশী বলিয়াছেন, নবী সঃ বলেন,

كفر ولا تعد

"কাফ্ফারা পালন কর এবং তাহার পূর্বে আর সহবাস করিও না।"

(গ) সালমা ইব্ন সখ্র রাঃ বলেন, রমযান মাস আসিল। ফলে, আমি আশঙ্কা করিলাম যে, আমি হয় তো রমযানে নিষিদ্ধ সময়ে স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া বসিব। কাজেই আমি তাহার সম্বন্ধে যিহার করিলাম। অনন্তর, এক [জ্যোৎস্না] রাত্রিতে তাহার পদাভরণ আমার সম্মুখে উন্মুক্ত হইলে আমি [নিজেকে সংবরণ করিতে না পারিয়া] তাহার সহিত সহবাস করি। তারপর [আমি রসূলুল্লাহ সঃ-কে ইহা জ্ঞাত করিলে] রসূলুল্লাহ সঃ আমাকে বলেন,

حرر رقبة، فقلت ما املك الا رقبتي، قال فصم شهرين متتابعين، قلت وهل اصبت الذي اصبت الا من الصيام، قال اطعم فرقا من تمر ستين مسكينا ٥

"এক জন গোলাম আযাদ কর।" আমি বলিলাম, "আমি আমার এই ঘাড় ছাড়া আর কাহারও মালিক নই।" তিনি বলিলেন, "তবে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখ।" আমি বলিলাম, "আমার যাহা ঘটিয়াছে তাহা তো [এক মাস] রোযার কারণেই ঘটিয়াছে। [কাজেই দুই মাস একাদিক্রমে রোযা রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব।]" তিনি বলিলেন, "এক ফর্ক খুর্মা ষাট জন মিসকীনকে খাইতে দাও।" আহমদ,

৩। ইহাই যিহারের কাফ্ফারা। ইহার মূলে রহিয়াছে সূরা আল্-মুজাদিলার ৩।৪ আয়াত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যাহারা নিজ স্ত্রী সম্পর্কে যিহার করে এবং তারপর উহার প্রতিবিধান করিতে চায় তবে তাহারা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে মিলিত হইবার পূর্বে স্বামীকে একজন গোলাম আযাদ করিতে হইবে। .....যদি সে গোলাম না পায় তবে তাহারা স্বামী-স্ত্রী মিলিত হইবার পূর্বে স্বামীকে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখিতে হইবে। যদি কেহ উহা করিতে অক্ষম হয় তবে সে ষাট জন মিসকীনকে অন্ন

www.ahlehadeethbd.org

আবুদাউদ, তিরমিযী, ও ইব্‌ন মাজা। এই হাদীসকে ইব্‌ন-খুযইমা ও ইব্‌নুল জারূদ সহীহ বলিয়াছেন।

দান করিবে।" প্রত্যেক মিসকীনকে কী পরিমাণ খাদ্য দিতে হইবে সে সম্বন্ধে ইমামদের মতভেদ রহিয়াছে।

এই হাদীস হইতে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ সঃ মোট এক 'ফর্‌ক' খাদ্য দানের হুকম করেন। ১২০ রিতলে এক 'ফর্‌ক' হয়—(মজম'উল্‌-বিহার); আর এক রিতলের ওযন প্রায় ১ পাউণ্ড। এই হিসাবে যিহারের কাফ্‌ফারাতে মোট প্রায় দেড় মণ খাদ্য-শস্য —ষাট জন মিসকীনের প্রত্যেককে প্রায় এক সের করিয়া দিতে হইবে।

তিরমিযীর যে সংস্করণ আমাদের নিকটে রহিয়াছে তাহার মধ্যে এই হাদীসটি যে সনদে বর্ণিত হইয়াছে তাহাকে তিরমিযী হাসান (حسن) বলিয়াছেন। ঐ হাদীসে فرق (ফর্‌ক) এর স্থলে عرق ('আরক') রহিয়াছে; আর তিরমিযীতে আরকের ওযন ১৫।১৬ সা' বলা হইয়াছে। তদনুসারে যিহারের কাফ্‌ফারা দাঁড়ায় প্রায় সওয়া এক মণ।

এই হাদীসটি আবু দাউদে কয়েকটি সনদে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে এক রিওয়াতে عرق, فرق (ফর্‌ক, আরক) এর পরিবর্তে وسق (অসক) শব্দটি রহিয়াছে। অসকের পরিমাণ প্রায় সাড়ে চারি মণ। আবু দাউদের এই রিওয়ায়াতটিতে দুইটি মারাত্মক দোষ রহিয়াছে। প্রথম দোষ এই যে, ইহার সনদে মুহম্মদ ইব্‌ন ইসহাক রহিয়াছেন আর মুহাদ্দিসদের মতে তিনি রাবী হিসাবে যঈফ। দ্বিতীয় দোষ এই যে, সুলাইমান এই হাদীসটি সলমা হইতে রিওয়াত করিয়াছেন; আর ইমাম বুখারী বলেন যে, সলমার সহিত সুলাইমানের সাক্ষাতের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ফলে, রিওয়াতটি منقطع (মুন্‌কাতা') হওয়ায় উহা সহীহ্‌ নহে। কাজেই সাড়ে চারি মণের কাফ্‌ফারার বিবরণ গ্রহণযোগ্য নহে।

আবু-দাউদের বাকী যে রেওয়াতগুলিতে عرق ('আরক)এর উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে দুইটি রিওয়াতের সনদে ইব্‌ন ইসহাক আছেন বলিয়া ঐ রিওয়াত দুইটি গ্রহণযোগ্য নয়। ঐ রিওয়াত দুইটির একটিতে 'আরক' এর পরিমাণ ষাট সা' ও অপরটিতে ৩০ সা' বলা হইয়াছে।

আবু দাউদের বাকী তিনটি রিওয়াতে عرق ('আরক) এর পরিমাণ ১৫ সা' অর্থাৎ প্রায় সওয়া এক মণ বলা হইয়াছে।

অতএব, সহীহ্‌ হাদীসগুলি হইতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, যিহারের কাফ্‌ফারা প্রায় সওয়া এক মণ/দেড় মণ। যিহারের কাফ্‌ফারা সাড়ে চারি মণ নয়।

www.ahlehadeethbd.org

بَابُ اللِّعَانِ

শাপাশাপি[১] অধ্যায়

২৮৪। ইব্‌ন-'উমর রাঃ বলেন, অমুক লোকটি এই বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আল্লার রসূল, বলুন তো—আমাদের কেহ যদি নিজ স্ত্রীকে বদ কাজ করিতে দেখে তবে সে কী করিবে! সে যদি উহা বলিতে যায় তবে তাহাকে একটি গুরুতর বিষয় বলিতে হয়, আর সে যদি চুপ থাকিতে চায় তবে তাহাকে তদ্রূপ ব্যাপারেই চুপ থাকিতে হয়। (অর্থাৎ মুখে প্রকাশ করাও যেমন বেদনা-দায়ক চুপ থাকাও

---

১ আল্লাহ তা'আলা যখন এই হুকুম নাযিল করেন যে, কেহ যদি কোন স্ত্রীলোকের প্রতি ব্যভিচারের অপরাধ আরোপ করে তবে তাহাকে চারি জন সাক্ষী দ্বারা উহা প্রমাণিত করিতে হইবে; অন্যথায় তাহাকে আশি বেত্রাঘাত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে—তখন কোন কোন সাহাবী বলিতে লাগিলেন যে, কেহ যদি নিজ স্ত্রীকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখে তবে সে কী করিবে? চারি জন লোককে ডাকিতে ডাকিতে তো বদ কাজটি শেষই হইয়া যাইবে। অনন্তর, সাহাবী 'উঅইমির রাঃ ভরা মজলিসে রসূলুল্লাহ সঃ-র খিদমতে এই সমস্যা পেশ করেন। রসূলুল্লাহ সঃ তখন কোন উত্তর দিলেন না। ফলে, 'উঅইমির বাড়ী ফিরিয়া আসেন। এই ঘটনার পর হিলাল ইব্‌ন উমাইয়া নামক অপর একজন সাহাবী নিজ স্ত্রীকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখিয়া নবী সঃ-র খিদমতে নিজ স্ত্রীর বিরুদ্ধে নালিশ পেশ করেন। তখন সূরা আন্-নূরেরর আয়াতগুলি নাযিল হয়। হিলালের নালিশের ফয়সলা কী ভাবে করিতে হইবে তাহা এই আয়াতগুলিতে জানান হইয়াছে এবং 'উঅইমির ইতিপূর্বে নবী স.র খিদমতে যে সমস্যা পেশ করিয়াছিলেন তাহার সমাধানও ইহাতে রহিয়াছে। আয়াতগুলি এই ঃ

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ
لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ
أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ
مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ
تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا
إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ .

আয়াতগুলির মর্ম এই—

আর যাহারা নিজ স্ত্রীদের প্রতি ব্যভিচার-অপরাধ আরোপ করে অথচ তাহারা নিজেরা ছাড়া তাহাদের আর কোন সাক্ষী না থাকে তবে তাহাদের প্রত্যেককে চারি বার এই বলিয়া সাক্ষ্য দিতে হইবে, "আমি সত্য বলিতেছি—আল্লার কসম, আমি আমার স্ত্রীকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখিয়াছি।" তারপর পঞ্চম দফায় তাহাকে বলিতে হইবে, "আমি যদি এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী হই তবে আমার উপরে আল্লার লা'নত।"

[কোন স্বামী তাহার স্ত্রীর বিরুদ্ধে এই ভাবে সাক্ষ্য দিলে স্ত্রীর ব্যভিচার অপরাধ প্রমাণিত হইল বলিয়া ধরা যাইবে। স্ত্রী যদি ইহা অস্বীকার না করে তবে তাহাকে ব্যভিচারের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।] তারপর, স্ত্রী যদি ব্যভিচারের অপরাধ অস্বীকার করে তবে তাহাকে কোন শাস্তি দেওয়া হইবে না। ব্যভিচার-অপরাধের অস্বীকৃতি

www.ahlehadeethbd.org

তেমনি বেদনা-দায়ক।)" ইহাতে রসূলুল্লাহ সঃ কোন জওয়াব দিলেন না। পরে, আবার একদিন ঐ লোকটি রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট আসিয়া বলিল, "আমি ইতিপূর্বে আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তাহাতে আমি জড়িত হইয়া পড়িয়াছি।" তখন আল্লাহ সূরা আন্-নূরের [লি'আন সম্পর্কিত] আয়াতগুলি নাযিল করেন। নবী সঃ ঐ আয়াতগুলি পড়িয়া তাহাকে শুনান। তাহাকে বুঝান, উপদেশ দেন এবং বলেন,

ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة، قال : لا، والذى بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها فوعظها كذلك، قالت : لا، والذى بعثك بالحق انه لكاذب، فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما . رواه مسلم

"আখিরাতের শাস্তির তুলনায় দুনয়ার শাস্তি তুচ্ছ"।[২] লোকটি বলিল, "যিনি আপনাকে সত্যসহ আবির্ভূত করিয়াছেন তাঁহার কসম, আমি আমার স্ত্রী সম্বন্ধে মিথ্যা বলি নাই।" তারপর নবী সঃ স্ত্রীলোকটিকে ডাকাইলেন এবং তাহাকেও ঐ ভাবে নসীহত করিলেন।[২] সে বলিল, "যিনি আপনাকে সত্যসহ আবির্ভূত করিয়াছেন, নিশ্চয় আমার স্বামী মিথ্যাবাদী।"

অনন্তর, নবী সঃ পুরুষ লোকটি হইতে আরম্ভ করেন। ফলে, সে তাহার সাক্ষ্য আল্লার কসমযোগে চারি বার বলে। তারপর, নবী সঃ দ্বিতীয় পর্যায়ে স্ত্রীলোকটির সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। [সে চারি বার আল্লার কসমযোগে বলে যে, তাহার স্বামী মিথ্যাবাদী।] তারপর, নবী সঃ তাহাদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের হুকুম দেন।

২৮৫। ইবন 'উমর রাঃ হইতে বর্ণিত

স্ত্রীকে এই ভাবে করিতে হইবে—সে চারি বার বলিবে, "আল্লার কসম, আমার স্বামী আমার প্রতি ব্যভিচার আরোপ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী।" পঞ্চম দফায় স্ত্রীকে বলিতে হইবে, "আর আমার স্বামী যদি সত্যাবাদী হয় তবে আমার প্রতি আল্লার গযব।"

আয়াতগুলি নাযিল হইবার পরে নবী সঃ হিলালকে ও তাঁহার স্ত্রীকে আয়াত অনুযায়ী কসমসহ সাক্ষ্য দিতে বলেন। হিলাল প্রথমে কসমসহ সাক্ষ্য দেন এবং পরে তাঁহার স্ত্রী কসমসহ ব্যভিচার অপরাধ অস্বীকার করে। অনন্তর, নবী সঃ তাহাদের বিবাহ-বিচ্ছেদের হুকুম করেন।

ইতিমধ্যে 'উঅইমির নিজ স্ত্রীকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখিয়া হিলালদের লি'আনের পরেই নবী সঃ-র খিদমতে আসিয়া নালিশ করেন। হিলাল ও হিলালের স্ত্রীর ফয়সলা যে ভাবে করা হইয়াছিল 'উ-অইমির ও তাহার স্ত্রীর ফয়সলাও ঐ ভাবে করা হয়।

২। পুরুষ লোকটিকে এই কথা বলার তাৎপর্য এই—তুমি যদি আমার সামনে এখন মিথ্যা বলিয়া থাক তবে এই খানেই ক্ষান্ত হও এবং অপবাদ অপরাধের শাস্তি গ্রহণ করতঃ এই অপবাদের কারণে আখিরাতে তোমাকে যে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে সেই শাস্তি হইতে নিজেকে রক্ষা কর।

আর স্ত্রীলোকটিকে অনুরূপ উপদেশ দিবার তাৎপর্য এই—তুমি যদি সত্য সত্যই যিনা করিয়া থাক তবে উহা স্বীকার করতঃ দুন্য়াতেই উহার শাস্তি ভোগ করিয়া ফেল। কারণ, যিনার যে শাস্তি আখিরাতে নির্ধারিত রহিয়াছে তাহার তুলনায় উহার যে শাস্তি দুনয়াতে নির্ধারিত রহিয়াছে তাহা অতি তুচ্ছ। অতএব সত্য কথা বলিয়া দুন্য়ার শাস্তি ভোগ করতঃ নিজেকে আখিরাতের শাস্তি হইতে রক্ষা কর।

www.ahlehadeethbd.org

আছে,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله احدكما كاذب لاسبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي ؟ قال ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك منها متفق عليه .

রসূলুল্লাহ সঃ লি'আনকারী স্বামী-স্ত্রীকে বলেন, "তোমাদের হিসাব আল্লার যিম্মা ; তোমাদের দুই জনের একজন মিথ্যাবাদী।" (তারপর পুরুষ লোকটিকে লক্ষ্য করিয়া বলেন) "ঐ স্ত্রীলোকের সহিত তোমার কোন সম্পর্ক নাই, (উহা চিরতরে ছিন্ন হইল)।" পুরুষ লোকটি বলিল, "আল্লার রসূল, (আমি তাহাকে যে মাল দিয়াছি) আমার সেই মাল ?" ইহাতে নবী সঃ বলিলেন, "তুমি যদি সত্য কথা বলিয়া থাক তবে তোমার তাহাকে উপভোগের বদলে তোমার ঐ মাল তাহার ; আর তুমি যদি মিথ্যা বলিয়া থাক তাহা হইলে তোমার পক্ষে তাহার নিকট হইতে ঐ মাল গ্রহণ করা সুদূর-পরাহত।—বুখারী ও মুসলিম।

২৮৬। আনাস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে,

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابصروها فان جاءت به ابيض سبطا فهو لزوجها وان جاءت به اكحل جعدا فهو للذي رماها به متفق عليه .

নবী সঃ [সাহাবীদিগকে] বলেন, "তোমরা ঐ স্ত্রীলোকটির প্রতি লক্ষ্য রাখিও। সে যদি গৌর-কায়, মৃদু-কুঞ্চিত-কেশ সন্তান প্রসব করে তবে জানিও সন্তানটি ঐ স্ত্রীলোকটির স্বামীর ঔরসে জাত। কিন্তু সে যদি শ্যামকায় ঘন-কুঞ্চিত কেশ সন্তান প্রসব করে তবে জানিও স্ত্রী-লোকটির স্বামী স্ত্রীলোকটির সহিত যে ব্যক্তির ব্যভিচারের কথা বলিয়াছে সন্তানটি ঐ ব্যক্তির ঔরসে জাত।—বুখারী ও মুসলিম।

২৮৭। ইব্ন-আব্বাস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, লি'আনকারী লোকটি পঞ্চম উক্তিটি করিতে উদ্যত হইলে রসূলুল্লাহ সঃ লি'আনকারীর মুখের উপর হাত রাখিবার জন্য একজন লোককে আদেশ করেন এবং বলেন,

انها موجبة

"এই বাক্যটিই অবধারণকারী"।[৩]—আবু দাউদ ও নস'ঈ। এই হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

২৮৮। সহল ইব্ন সা'দ রাঃ হইতে

৩। নবী সঃ-র এই বাক্যটির ব্যাখ্যা আবু-দাউদের একটি রিওয়াতে নবী সঃ-র যবানী এই ভাবে দেওয়া হইয়াছে—

هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب

অর্থাৎ সে যদি প্রকৃত পক্ষে মিথ্যাবাদী হয় তবে এই বাক্যযোগে সে নিজের প্রতি আল্লার যে লা'নত আগমনের কথা বলিতেছে সেই লা'নত সত্য সত্যই তাহার প্রতি আপতিত হইবে। [অতএব সে যেন ভালভাবে চিন্তা করিয়া পঞ্চম বাক্যটি বলে।]

আবু দাউদের অপর একটি রিওয়াতে আছে, যে, লি'আনকারিনীও যখন পঞ্চম উক্তিটি করিতে

www.ahlehadeethbd.org

বর্ণিত আছে, তিনি লি'আনকারীদ্বয়ের বিবরণে বলেন : অনন্তর তাহারা দুই জন যখন লি'আন সমাপ্ত করিল তখন পুরুষ লোকটি বলিল, "আল্লার রসূল, এখন আমি যদি তাহাকে স্ত্রীরূপে রাখি তবে তাহার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, আমি তাহার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছি।" এই কথা বলিয়াই রসূলুল্লাহ সঃ তাহাকে কোন কিছু হুকুম করিবার পূর্বেই সে তাহার লি'আন-কারিনী স্ত্রীকে তিন দফা তালাক দিল।[৪]—বুখারী ও মুসলিম।

২৮৯। ইবন'আব্বাস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, একজন লোক নবী সঃ-র নিকটে আসিয়া বলিল, "আমার স্ত্রী কোনও প্রার্থীর হাত প্রত্যা-খ্যান করে না[৫]। ইহাতে নবী সঃ বলিলেন,

غَرِّبْهَا، قَالَ أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي

قَالَ : فَاسْتَمْتِعْ بِهَا،

"উহাকে [তালাক দিয়া] দূর করিয়া দাও।" লোকটি বলিল, "আমার ভয় হয় যে, আমার মন তাহার পিছনে লাগিয়া থাকিবে।" ইহাতে নবী সঃ বলেন, "তবে তাহাকে লইয়াই সংসার কর।"—আবুদাউদ, তিরমিযী ও কাযযার। এই হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

এই হাদীসটি নসঈ হাদীস গ্রন্থে অন্য বর্ণনাশৃঙ্খল যোগে ইবন 'আব্বাস রাঃ হইতেই রিওয়ায়াত করা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, নবী সঃ বলেন,

طَلِّقْهَا، قَالَ : لَا أَصْبِرُ عَنْهَا، قَالَ : فَأَمْسِكْهَا

"তাহাকে তালাক দাও।" সে বলিল, "তাহাকে ছাড়িয়া থাকিবার ধৈর্য আমার নাই।" নবী সঃ বলিলেন, "তবে তাহাকে রাখ।"

উদ্যত হয় তখন সাহাবীগণ তাহাকে বলেন যে, তাহার স্বামী তাহার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনিয়াছে তাহা যদি সত্য হয় তবে লি'আনকারিনী আল্লার যে গযবের কথা বলিতে যাইতেছে তাহা সত্য সত্যই তাহার উপর আপতিত হইবে। [অতএব সে যেন বুঝিয়া সুঝিয়া এই কথাটি বলে।]

৪। অধিকাংশ ইমামের মতে উভয় পক্ষের লি'আন সমাপ্ত হওয়া মাত্র আপনা-আপনি বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে—ইহাতে স্বামীর তালাক দেওয়ার কোন প্রয়োজন হয় না। হাদীসটিতে লি'আনকারীর তালাক দেওয়ার যে উল্লেখ রহিয়াছে সে সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন : লি'আনকারীর পক্ষে এ কথা চিন্তা করা অস্বাভাবিক ছিল না যে, স্ত্রীর পাল্টা সাক্ষ্য দ্বারা তাহার সাক্ষ্য নাকচ হইয়া গেল এবং তাহার পক্ষে ঐ স্ত্রীকে লইয়া বাস করা অথবা উহাকে পরিত্যাগ করা উভয়ই তাহার ইচ্ছাধীন রহিয়া গেল। এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই সে বলিতে বাধ্য হইয়াছিল যে, লি'আনকারিনীকে স্ত্রীরূপে রাখা তাহার নিজের উক্তিটিকে মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করার শামিল হয় এবং এই যুক্তি দেখাইয়াই সে তাহার লি'আনকারিনী স্ত্রীকে তালাক দেয়।

দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, লি'আনকারীদ্বয়কে রসূলুল্লাহ সঃ পৃথক করিয়া দেন। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তালাকযোগে তাহাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে নাই।

তৃতীয়তঃ, লি'আন সমাপ্ত হইলে রসূলুল্লাহ সঃ লি'আনকারীকে বলেন,

لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا

"লি'আনকারিনী স্ত্রীর উপর তোমার কোনই অধিকার নাই।" কাজেই লি'আনকরিনীকে তাহার লি'আনকারী স্বামী তালাক দিলে ঐ তালাকই বাতিল গণ্য হইবে।

৫। لامس শব্দের অর্থ যেমন স্পর্শকারী, সহবাসকারী হয় সেইরূপ ইহার অর্থ প্রার্থী এবং গ্রহণ-কারীও হয়। এই হাদীসে নবী সঃ যেহেতু লোকটিকে তাহার স্ত্রীর সহিত থাকিয়া ঘর সংসার করিবার অনুমতি দেন, কাজেই এখানে لامس এর অর্থ স্পর্শকারী বা সহবাসকারী কিছুতেই হইতে পারে না। এখানে লোকটির অভিযোগের তাৎপর্য এই যে, তাহার স্ত্রী অত্যন্ত লাজুক। সংসারের কোন জিনিষপত্র কেহ যদি তাহার নিকটে চায় তবে সে বিনা দ্বিধায় উহা দিয়া ফেলে। আর কেহ যদি কোন জিনিস হাতে উঠাইয়া লইয়া বলে, 'আমি ইহা লইলাম' তবে সে তাহাতে কোন আপত্তি করিতে পারে না।

www.ahlehadeethbd.org

খৃষ্টান মিশনারী ও মুসলমান

আঃ নঈম চৌধুরী

পাকিস্তানের সর্বত্রই আজ খৃষ্টান মিশনারীগণকে দেখিতে পাওয়া যায়। পাকিস্তানের বিভিন্ন সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে তাহাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা হইতে দেখা যায়। এমনকি পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদেও তাহাদের বিষয় উত্থাপিত এবং আলোচিত হইতে দেখা গিয়াছে। মিশনারীগণের মধ্যে কার্যকলাপ দিন দিন এতই ব্যাপক হইয়া চলিতেছে যে, দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তজ্জন্য উদ্বেগ বোধ না করিয়া পারিতেছেন না। মিশনারীগণের মধ্যে অধিকাংশই আমেরিকাবাসী রোমান ক্যাথলিক। তবে ইংলিশ চার্চের প্রটেষ্টাণ্ট মিশনারীগণের সংখ্যাও নগণ্য নহে। মিশনারীগণ ধর্ম প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া দূর বিদেশে বিশেষতঃ অনুন্নত প্রাচ্য দেশগুলিতে আসিয়া ধর্ম প্রচার করেন। ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্র প্রস্তুতির জন্য মিশনারীগণ জনকল্যাণমূলক কাজ শুরু করিয়া থাকেন। মিশনারীগণের জনকল্যাণমূলক কর্মতৎপরতা দেখিয়া স্বভাবতঃই মনে হয় যে, লোক সেবাই বুঝি তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য—ধর্ম প্রচার একটা উপলক্ষ্য মাত্র। ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে মিশনারীগণ স্থানীয় জনগণের সহিত সাধারণতঃ কোন বিতর্কে অবতীর্ণ হন না। আপাত-দৃষ্টিতে জনসেবাই তাহাদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ।

মিশনারীগণ স্থানীয় ভাষায় তাহাদের ধর্ম পুস্তক বাইবেলের তর্জমা অতি সহজ ও বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ করিয়া কোথাও কোথাও সামান্য মূল্যে এবং স্থান বিশেষে বিনা মূল্যে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন বিভিন্ন স্থানে প্রাইমারী স্কুল হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চস্তর বিদ্যালয় স্থাপন পূর্বক স্থানীয় অশিক্ষা বিদূরণে ও শিক্ষা প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন। মিশনারী কেন্দ্রগুলিতে একটি করিয়া চিকিৎসালয়ও রাখা হয়। বড় বড় শহরে উচ্চ ধরণের হাসপাতাল এবং মাতৃসদন স্থাপন করিয়া মিশনারীগণ স্থানীয় চিকিৎসা ক্ষেত্রে দুঃস্থ রুগ্নদের প্রভূত খেদমত করিয়া থাকেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সাধারণ দৃষ্টিতে মিশনারীগণের কার্যক্রম নিছক কল্যাণমূলক দৃষ্ট হয়। মনে হয় কেহ তাহাদের শত্রু নহে, তাঁহারাও কাহারও শত্রু নন। কোন কোন বিশেষ দেশ বাদে পৃথিবীর সকল মুসলমান দেশেই মিশনারীগণের জনকল্যাণমূলক কার্যকেন্দ্র ও প্রচার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

১৯৬২ ইং সনের প্রথম দিকে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্য মুফ্‌তী মাহ্‌মুদের এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, "পাকিস্তানে খৃষ্টান মিশনারী প্রচার-কেন্দ্রের সংখ্যা ৯৭৭টি। এদের মধ্যে মাত্র কয়েকটি সরাসরি খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করে থাকে, বাদবাকি গুলো স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদির মাধ্যমে জনকল্যাণমূলক কাজ করে থাকে"—(জাহানে নও, ঢাকা —১-৭ ৬২ ইং)।

বাহ্য দৃষ্টিতে মিশনারীগণের কার্যক্রম জনকল্যাণমূলক বলিয়া মনে হইলেও তাঁহাদের আভ্যন্তরিণ চেহারা এবং উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত। বিগত মহাযুদ্ধের পর এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে বহু স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে। বর্তমান যুগের মুসলিম রাষ্ট্রগুলিকে রাজনৈতিক অধীনতায় আনয়ন করা যে কোন শক্তির পক্ষে বিপজ্জনক ও প্রায় অসম্ভব। কিন্তু ঐ সকল মুসলমান রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ হস্তগত করিবার জন্য শক্তিশালী সকল জাতিই উদগ্রীব রহিয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উপরন্তু এই সকল মুসলিম রাষ্ট্র অবস্থানের দিক দিয়া পৃথিবীর অত্যন্ত সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত থাকায় আমেরিকা ও তাহাদের পূর্ব পুরুষ ইংল্যাণ্ড ঐ সব রাজ্য স্বীয় প্রভাবাধীন রাখিয়া নিজ নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর। বর্তমানে মুসলমানগণকে রাজনৈতিক অধীনতার পরিবর্তে মানসিক গোলামিতে আনয়ন করিবার জন্য আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ড উভয়েই মুসলমান দেশগুলিতে মিশনারীগণের মাধ্যমে ধর্ম প্রচারের নামে ইসলামের পরিপন্থী শিক্ষা ও আদর্শ প্রচার করিয়া মুসলমানগণকে সাধারণভাবে ইসলামের আদর্শ হইতে বিচ্যুত করিয়া পাশ্চাত্য আদর্শপন্থী করিবার জন্য সুপরিকল্পিত চেষ্টায় নিয়োজিত রহিয়াছে।

অবশ্য এই দুরভিসন্ধি নূতন নহে। ইতিহাস পাঠে জানা যায় পর্তুগীজগণ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে পাক ভারত উপমহাদেশে আগমন করে। পাক-ভারত উপমহাদেশের পশ্চিম উপকূলে "গোয়া" নামক স্থানে তাহাদের রাজ্যখণ্ড স্থাপিত হয়। পর্তুগীজ রাজত্বের প্রারম্ভকাল হইতেই তাহাদের গোপন অভিপ্রায় ও কৌশল ছিল এদেশে ইউরোপীয় স্বার্থের একদল অন্ধ সমর্থক সৃষ্টি করা। তাহারা জানিত, বর্ণের বৈষম্য অতিক্রম করিয়া প্রাচ্য কদাপি পাশ্চাত্যের সহিত এক হইতে পারিবে না। কিন্তু পাশ্চাত্যের আদর্শানুগত করিয়া তুলিতে পারিলে প্রাচ্যজাতি সর্ব বিষয়ে পাশ্চাত্যের অধীন হইয়া থাকিতে বাধ্য হইবে। পর্তুগীজগণ এসব বিষয় চিন্তা করিয়া তাহাদের অধিকৃত এলাকায় মিশ্র বিবাহ এবং বাহির এলাকায় মিশনারী সাহায্যে ধর্ম প্রচারে যত্নবান হয়। ভিন্সেণ্ট স্মিথ তাঁহার বিখ্যাত "ভারত ইতিহাস" নামক গ্রন্থে পর্তুগীজ-নীতি আলোচনা প্রসঙ্গে ষ্টেফেন্স সাহেবের মত উল্লেখ করিয়া বলেন যে, "পর্তুগীজ গভর্ণর আল্বুকার্ক মিশ্র বিবাহ দ্বারা এই উপমহাদেশে এমন একটি দল সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন যাহারা পর্তুগালের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া এই উপমহাদেশেই সারা জীবন বসবাস করিবে। মিশ্র বিবাহ দ্বারা আলবুকার্ক এক বিরাট অর্ধ-পর্তুগীজ জাতি সৃষ্টি করেন। এই অর্ধ-পর্তুগীজ জাতি এদেশের সাধারণ অধিবাসী হইতেও বেশী কৃষ্ণবর্ণ। তাহারা আজও বোম্বে এবং পশ্চিম উপকূলে বসবাস করিতেছে। ইহাদের অধিকাংশেরই ইউরোপীয় পূর্ব পুরুষের কোন পরিচয় নাই। তাহাদের দীর্ঘ পর্তুগীজ নামটাই তাহাদের একমাত্র পরিচয়। ইহারা গৃহস্থালির কার্য করে। ধর্মীয় অন্তরায়ের দরুন এদেশের সাধারণ অধিবাসীর সহিত তাহারা মিশ্রিত হইতে সক্ষম হয় নাই" (দি অক্সফোর্ড হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া—৩৩৫ পৃষ্ঠা)।

শাহান্‌শা আকবর খৃষ্টান ধর্ম সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল হওয়ার জন্য "গোয়া" হইতে উপযুক্ত জ্ঞান-সম্পন্ন দুইজন পাদ্রিকে আমন্ত্রণ করেন। পর্তুগীজগণ ইহাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া ধর্ম প্রচারের দ্বারা এই উপমহাদেশের অধিবাসীগণের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের সুখস্বপ্ন দেখিতে পায়। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ তাহার উক্ত পুস্তকে বলিতেছেন, "গোয়া চার্চ কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এই আমন্ত্রণের মাধ্যমে সম্রাট এবং দরবারের আমিরগণকে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করিবার এক সুবর্ণ ইঙ্গিত তাহাদের চক্ষে দেখা দেয়।" পাশ্চাত্য জাতির নীতি আদৌ পরিবর্তিত হয় নাই, আজও তাহাই আছে তবে তাহা রূপায়ণের উপায়গুলি যুগোপযোগী রূপ ধারণ করিয়াছে মাত্র।

মিশনারীগণের কল্যাণমূলক কার্য-ব্যবস্থা বাহ্যতঃ নিঃস্বার্থ বলিয়া প্রকাশ করা হয়। কিন্তু কল্যাণমূলক কার্যের অন্তরালে অতি সাবধানে আসল উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করা হয়। মিশনারী পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিকে পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তারের প্রচার কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করা হয়। এতদ্ভিন্ন শিক্ষার বিষয়বস্তুকে এমন কৌশলের সহিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশন করা হয় যাহাতে তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাশ্চাত্যের অনুকূলে সহজেই পরিবর্তন করা যায়। পাশ্চাত্য সভ্যতাই মানুষের সুখ, স্বাচ্ছন্দ ও মুক্তির পথ প্রদর্শক ইহাই শিক্ষার্থীদের মনের মধ্যে নক্সা কাটিয়া দেওয়া হয়। মিশনারী পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে ইসলামী লিটারেচার অতি সাবধানের সহিত বর্জন করা হয়। "শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মের বালাই নেই" এই চিন্তা দ্বারাই

www.ahlehadeethbd.org

শিক্ষার্থীদের মন, মস্তিষ্ক ও রক্তমজ্জায় অতি কৌশলে ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। ফলে, মিশনারী বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হইয়া তাহারা ইসলাম-বিরোধী ও পাশ্চাত্য অনুরাগী হইয়া উঠে। এ ভাবে মুসলমান শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন সব লোকের সৃষ্টি হয় যাহারা ধর্মকে ব্যক্তিগত বিষয় বলিয়া বিশ্বাস করিতে এবং ইসলামের সবটাকেই মধ্যযুগীয় পুরাতন জীর্ণ পন্থা বলিয়া ধারণা করিতে ও ঘৃণা করিতে শিখে। অন্ত পক্ষে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণই তাহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে। ক্রমে মুসলমানদের মধ্যে এক ঘোর ইসলাম-বিরোধী দল সুসংগঠিত হইয়া মুসলিম জাতির সম্মিলিত অগ্রগতির পথে এক বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করে।

স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল কর্তৃক মিশনারীগণের কার্য-কলাপ এরূপ সুকৌশলে প্রকাশ করা হয় যাহাতে স্থানীয় অথবা পারিপার্শ্বিক কেহই তাহাদের প্রতি কোন সন্দেহ পোষণ করার সুযোগ না পায় বরং মিশনারীগণকে সাহায্যকারী ও ত্রাণকর্তারূপে গণ্য করে এবং তাহাদের সহিত ঘনিষ্টতা লাভ করিতে উৎসাহিত হয়। বিগত ১৯৬০ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখের দৈনিক ইংরাজি "পাকিস্তান অবজারভার" পত্রিকায় ইউ, পি, আই পরিবেশিত নিউইয়র্কের এক খবরের শিরোনামায় প্রকাশ "বেনিডিক্‌টা-ইন্ সন্ন্যাসীগণ উত্তম মুসলমান হওয়ার পথ শিক্ষা দিতেছেন।" খবরের সারাংশ এই যে, দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্স হইতে অনুমান ২০ জন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী ১৯৫২ সালে মরক্কো দেশের ক্যাসাব্লাঙ্কা প্রদেশে এক মিশনারী কেন্দ্র স্থাপন করেন। তাহারা তথায় স্থানীয় ভবঘুরে মুসলমান শিশুদের জন্ম একটি আশ্রম গঠন করেন। উপরন্তু ঐ আশ্রমে প্রতিমাসে ২৫০০ রোগীর চিকিৎসা করেন। তাহাদের এরূপ কার্যকলাপের দ্বারা স্থানীয় মুসলমানদের নিকট তাহারা অত্যধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেন।" খবরের শিরোনামার সহিত প্রকাশিত খবরের কোনই মিল নাই। উত্তম মুসলমান কাহাকে বলে খবরে তাহার কোন পরিচয় দেওয়া হয় নাই। এবং কিরূপে উত্তম মুসলমান সৃষ্টি করা হইতেছে তাহারও কোন বিবরণ প্রকাশ করা হয় নাই। ফলাফল সম্বন্ধেও কোন আলোকপাত করা হয় নাই। মিশনারীগণের কার্যকলাপ স্থানীয় মুসলমানদের পক্ষে অতীব কল্যাণকর রূপে প্রকাশ করা ভিন্ন উক্ত খবর পরিবেশনের অপর কোন উদ্দেশ্য নাই। এরূপ বহু মিশনারী উত্তর আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলিতে উত্তম মুসলমান সৃষ্টি করার মহান কার্যে ব্রতী রহিয়াছেন।

মিশনারীগণ কতখানি সাফল্য লাভ করিয়াছেন এবং তথাকার মুসলমানগণ কতটুকু উত্তম মুসলমানে পরিণত হইয়াছে তাহার একটী নমুনা দেওয়া হইতেছে। বিগত ২৪।১২।৬২ ইং তারিখে ঢাকা হইতে প্রকাশিত দৈনিক মর্নিং নিউজ পত্রিকায় কায়রো হইতে রয়টার কর্তৃক পরিবেশিত এক খবরে প্রকাশ "এ বৎসর মিশর দেশে 'ক্রিষ্টমাস' পর্ব খৃষ্টানগণ একা পালন করেন নাই বরং বহু সংখ্যক মুসলমান এই জাঁকজমক-পূর্ণ পর্বে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। মুসলমানদের অনেকেই এই পর্ব উপলক্ষ্যে নূতন জামা কাপড় পরিধান করিয়া খৃষ্টানদের সহিত তাহাদের দ্বিপ্রহর রাত্রির মহফিলে শরীক হয়। বহু মুসলমান গৃহে ক্রিষ্টমাস বৃক্ষ, নানারূপ সুখাদ্য ও পুতুল দৃষ্ট হয়।"

উক্ত মর্ণিং নিউজ পত্রিকায় বিগত ১৩।১২।৬২ ইং তারিখে মরক্কো দেশের রাজধানী 'রাবাত' হইতে রয়টার কর্তৃক পরিবেশিত এক খবরে প্রকাশ,—মরক্কো একটী মুসলমান দেশ হওয়া সত্বেও তথাকার বড় বড় শহর গুলিতে 'ক্রিষ্টমাস' পর্ব এবং 'নিউ ইয়ার্স্ ডে' পর্ব প্রতি বৎসর খৃষ্টান দেশগুলির মতই সোৎসাহে পালন করা হয়। আজাদীর পর রাজধানীতে ক্রিষ্টমাস উপলক্ষে দেশের সবচেয়ে বড় ক্রিষ্টমাস-পার্টির ব্যবস্থা করা রাজ পরিবারের একটী নিয়মে পরিণত হইয়াছে। অন্যান্য বারের মত এবারও ক্রিষ্টমাস পার্টিতে বাদশা হোসেনের সর্ব কনিষ্ঠা ভগ্নী ৮ বৎসর বয়স্কা রাজ-কুমারী 'লাল্লা আমিনা' মেজবান হইবেন। রাবাতে অতি আধুনিক হোটেলে তিনি কয়েকশত খৃষ্টান

www.ahlehadeethbd.org

বালক বালিকাকে ক্রিষ্টমাস-বৃক্ষ পার্টিতে আমন্ত্রণ করিবেন। উক্ত ক্রিষ্টমাস পার্টিতে যাদুকর, ভাড় ও নট-নটীদের এক বিচিত্র প্রদর্শনী হইবে। থিয়েটার প্রাঙ্গণে স্থাপিত বৃহৎ ক্রিষ্টমাস বৃক্ষ হইতে রাজকুমারী স্বয়ং প্রত্যেক অতিথিকে একটী করিয়া পতুল উপহার দিবেন। এতদ্ভিন্ন সেখানে কেক্, মিষ্টি ও হাল্কা পানীয়েরও ব্যবস্থা থাকিবে।" মিশনারীগণের যত্ন ও চেষ্টার ফলে, উত্তর আফ্রিকার মুসলমানগণ কতখানি উত্তম মুসলমান হইতে পারিয়াছেন উপরোল্লিখিত সংবাদ দুইটি তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। উত্তম মুসলমান সৃষ্টি করিবার এই কৌশল প্রগতির পথে চলিতে থাকিলে মুসলিম দেশগুলিতে কেমন ধরণের উত্তম মুসলমান সৃষ্টি হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

খৃষ্টান মিশনারীগণ সেবকরূপ ধারণ করিয়া মুসলমানদের মধ্যে যে কল্যাণমূলক কার্য করিয়া যাইতেছেন তৎসম্বন্দে দু'একটি কথা বলা একান্ত প্রয়োজন। মিশনারী পরিচালিত বড় বড় হাসপাতালে আউট ডোর রোগীকেও চিকিৎসা করা হয় কিন্তু রোগীর হাতে কোন প্রেস্ক্রিপশন দেওয়া হয় না। মিশনারীদের কোন চিকিৎসালয়েই নাকি কোন আউট ডোর রোগীকে প্রেস্ক্রিপশন দিবার নিয়ম নাই। নিঃস্বার্থ সেবকদের এরূপ আচরণের অন্তরালে কি কারণ থাকিতে পারে? নিঃস্বার্থ সেবাক্ষেত্রে এহেন লুকোচুরির কি প্রয়োজন? এ লুকোচুরি দ্বারা কি ইহাই প্রমাণিত হয় না যে, সেবার পশ্চাতে কোন স্বার্থ উদ্ধারের মতলব নিশ্চয় রহিয়াছে? নিঃস্বার্থ সেবার নামে মিশনারী হাসপাতালে যে নির্মম ব্যবহার করা হয় তাহার একটি জলন্ত নমুনা পেশ করা হইতেছে। মৃত—ব্যক্তির প্রতি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষকেই সহানুভূতিশীল দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মিশনারীগণ সে ক্ষেত্রেও চরম স্বার্থপরতার পরিচয় দিতে দ্বিধাবোধ করেন না।

বিগত ১-৮-৬২ ইং তারিখের 'দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকায় করাচী হইতে পি, পি, এ, পরিবেশিত এক খবরে প্রকাশ—"করাচীতে একটি মৃত ব্যক্তিকে পাওনা আদায় না করার দায়ে তালাবন্ধ ঘরে অন্তরীন রাখা হয়। দুঃখের বিষয় আবদ্ধ ঘরটি হইতেছে করাচীর একটি মিশনারী পরিচালিত দাতব্য হাসপাতালের শীত-তাপনিয়ন্ত্রিত গুদাম ঘর। লাশটির দাবীদার ছিল। কিন্তু হাসপাতালের পাওনা ২০০৲ টাকা দিবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না। দাতব্য হাসপাতালের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ মৃতের শোকাকুল আত্মীয়দের কোন যুক্তি শুনিতে রাজি হইলেন না। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দাফন কাফন করিবার জন্য লাশটিকে তাহার আত্মীয়গণের হাতে দিতে অস্বীকার করেন। জনৈক পথচারী দয়ালু ব্যক্তি দাবীর টাকা আদায় করিয়া লাশটিকে উদ্ধার করেন। আশ্চর্যের বিষয় হাসপাতালটি হইতেছে "সপ্তাহ-দিবস এড্-ভেন্টিষ্ট দাতব্য মিশনারী হাসপাতাল।" এখানে ৩৫ বৎসর বয়স্ক দরিদ্র ফেরিওয়ালা আশ্ফাক্ হোসেন ইমার্জেন্সিতে ভর্তি হয়। ফেরিওয়ালার বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবেশীগণ চাঁদা করিয়া ১৪০৲ টাকা হাসপাতালে অগ্রিম আদায় করে। হাসপাতালে আশ্ফাকের মৃত্যু হয়। ইউ, এস, এ, ট্রেডিং কোম্পানীর আবদুল করিম সাহেব হাসপাতালের দাবী চুড়ান্ত আদায় করিলে লাশটিকে তাহার আত্মীয়দের হাতে দেওয়া হয়।" উপরোক্ত ঘটনায় মিশনারী দাতব্য হাসপাতালের নগ্নরূপ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে মিশনারীগণের কল্যাণ-মূলক সেবাকার্য একটা উপলক্ষ্য মাত্র; ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে এক বিরাট স্বার্থ। কল্যাণমূলক কাজের আড়ালে স্বার্থ সিদ্ধির পথে বাধা বিঘ্নের আশঙ্কা কম এবং সুবিধা আশাতীত বেশী। সে কারণেই সেবার নামে এ লুকোচুরি খেলা। —ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

মীলাদ-ই-মোহাম্মদী

মুল ঃ—মওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ী অনুবাদ ঃ— মোহাঃ হাবীবুল্লাহ খান রহমানী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৪শ দলীল ঃ একথা স্বত সিদ্ধ যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া ছাল্লামের যামানায় মীলাদ মহফিল অনুষ্ঠিত হয় নাই। ইহার বিবিধ কারণ হইতে পারে। (১) হয়ত নবী করিম (দঃ) ইহার আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই, (২) অথবা কোন বাধা-বিপত্তি ছিল, (৩) কিংবা এ বিষয় তিনি অনবহিত ছিলেন, (৪) অথবা মীলাদ উদযাপনে তিনি শিথিল ও অমনোযোগী ছিলেন, (৫) অন্যথায় তিনি ইহা মকরূহ, নাজায়েয ও শরীয়ত বিরুদ্ধ জানিতেন। প্রথমোক্ত কারণ বাতিল ও ভুল, কেননা প্রয়োজনীয়তা ছিল, রবিউল আউওয়ালের আগমন হইত এবং ছওয়াব ও পুণ্যের অনুসন্ধানও অবশ্যই হইত, তথাপি মীলাদ মহফিল অনুষ্ঠিত হয় নাই। দ্বিতীয় কারণও ঠিক নহে, কেননা ছাহাবা-ই-কেরাম যাঁহারা ধর্মের নামে ধন ও প্রাণ, মান ও সম্মান, দেশ ও খেশ উৎসর্গ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না এবং শত বাধাবিপত্তিও যাঁহাদের গতিপথ রুদ্ধ করিতে পারে নাই, এই সামান্য মীলাদ মহফিল অনুষ্ঠিত করা তাঁহাদের নিকট কি অসাধ্য ছিল? যাঁহারা রণ ময়দানে দিনের পর দিন অবিরাম তুমুল যুদ্ধে রত থাকিয়া বিজয় মাল্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে কিছু সময় মীলাদ মহফিলে বসিয়া থাকা কি কষ্টকর ছিল? তৃতীয় ও চতুর্থ কারণও সম্পূর্ণ ভুল, তিনি অবশ্যই অবহিত ছিলেন এবং শিথিলতা ও অমনোযোগ আদৌ ছিল না বরং তিনি ইহা শরীয়ত বিগর্হিত জানিতেন। ইহাই পঞ্চম কারণ এবং ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াছাল্লাম মীলাদ মকরূহ, নাজায়েয ও শরীয়ত বিরুদ্ধ জানিতেন বলিয়া নবী-যুগে মীলাদ মহফিল অনুষ্ঠিত হয় নাই।

১৫শ দলীল ঃ একথা দিবাকরের ন্যায় সন্দেহাতীত যে, কালের আহ্নিকগতি অবিরাম ভাবে চলিয়াছে। অর্থাৎ কালের স্থিরতা নাই, অনবরত বহিয়া ও অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। ইহা যুক্তি ও উধৃতি উভয়বিদ প্রমাণের সাহায্যে স্থিরীকৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ যুক্তির দিক দিয়া ইহা অনস্বীকার্য যে, যে সময় অতীত হইয়াছে, উহা চলিয়া গিয়াছে এবং এমন ভাবে অতীত হইয়া গিয়াছে যে, পুনরায় আর ফিরিয়া আসিবে না। উধৃতি প্রমাণের জন্য শরহ-ই-আকায়েদ-ই-নছফী ইত্যাদি পুস্তক দ্রষ্টব্য। উপরন্তু বৈজ্ঞানিকগণ ইহাতে মতৈক্য হইয়াছেন। শায়খ আবু আলী-ইবন-ছীনা 'শিফা' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন,

وكان تجدد الوجود شيئا بعد شيئ فهو الزمان

কালের অংশগুলি পর্যায়ক্রমে বিকাশ লাভ করিয়া থাকে। প্রথম অংশ অতীত হইলে দ্বিতীয় অংশ বিকশিত হয়। অতএব খোদায়ী প্রকৃতির সুস্পষ্ট নিয়মানুসারে যে সনের যে মাসে এবং যে দিনে ও যে সময়ে নবী ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াছাল্লাম ভুমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, উক্ত বর্ষ, সে মাস এবং সে দিন ও সে সময় অতীত হইয়া গিয়াছে, বর্তমানে উহা ফিরিয়া আসে না এবং কেয়ামত পর্যন্ত আর ফিরিয়া আসিবে না। তাহা হইলে আজকাল এই আনন্দ উৎসব কিসের জন্য?

এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, যেরূপ ইসলামী ঈদদ্বয় প্রতি বৎসর ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসে ঠিক সেইরূপ ইয়াউমুন্নবী প্রতি বৎসর আগমন করে না। যেহেতু রামাযান মাসের রোযা প্রতি বৎসর নুতন করিয়া রাখা হয় এবং প্রতি বৎসরই হজ্জপর্ব নূতন ভাবে প্রতিপালিত হয়, কাজেই ঈদুল ফিতর ও ঈদুয যোহা প্রত্যেক বৎসর নূতন করিয়া উদ্‌যাপিত হয়। কিন্তু প্রতি বৎসর রবিউল আউওয়াল মাসে নবী করিম (দঃ) নবজন্ম লাভ করেন না, কাজেই প্রত্যেক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বৎসর রবিউল দ্বাদশীতে ঈয়াওমুন্নবী পর্ব উদ্‌যাপিত হওয়ার কোনই যুক্তিযুক্তি কারণ নাই।

এই কারণেই শরীয়তের পূর্ণত্বলাভের শুভ বাণী

"اليوم اكملت لكم دينكم।"

যে দিন অবতীর্ণ হইয়াছিল, ছাহাবা-ই-কিরাম উক্ত দিবসকে ঈদোৎসবে পরিণত করেন নাই। অথচ ইহা এমন মহিমান্বিত দিবস যাহা হইতে ইতি পূর্বের সমস্ত আম্বিয়া ও তাঁহাদের উম্মতগণ বঞ্চিত হইয়াছেন এবং নবীকুল শিরোমণি হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াছাল্লামই এই মোবারক দিনের গৌরব লাভ করিয়াছেন। আরো বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, শেষ নবী (দঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির পর দীর্ঘ তেইশ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। তাঁহার পূর্ববর্তী নবীগণের জন্ম-মৃত্যু তারিখ প্রসিদ্ধ ছিল এবং তিনি উহা অবগত ছিলেন, সমস্ত আম্বিয়ার প্রতি তিনি সম্মানও প্রদর্শন করিতেন; কিন্তু এতদ্‌সত্বেও তনি কাহারো জন্ম-তারিখ উপলক্ষে কোন মীলাদ মহফিল অনুষ্ঠিত করেন নাই এবং তাঁহাদের কাহারো মৃত্যু তারিখে কোন শোক সভাও আহ্বান করেন নাই। এমনি ভাবে তাঁহার পরবর্তী কালে যাঁহারা ছিলেন শরীয়তের কর্ণধার, তাঁহারাও এই দ্বিবিধ মহফিল ও সভানুষ্ঠান হইতে বিরত ছিলেন। তাহা হইলে ঐ সকল লোক কিরূপ হতভাগ্য যাহারা এই ধরণের মহফিল আবিষ্কার করিয়া সমস্ত নবীগণের বিরোধিতা করিয়াছে এবং খোদার ক্রোধ ভাজন হইয়াছে!

১৬শ দলীলঃ ব্যবহারিক শাস্ত্রবিদগণ শরীয়তের বিধান পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, (১) ফরয বা ওয়াজিব (২) মন্দুব (৩) মুবাহ্‌ (৪) মকরূহ এবং (৫) হারাম। প্রচলিত মিলাদ মহফিল যে, ফরয বা ওয়াজিব নয় একথা সর্ববাদী সম্মত। দ্বিতীয় মন্দুবও নহে, কেননা মন্দুব এমন ক্রিয়া যাহা শরীয়তে কাম্য অথবা বর্জনে অপরাধ বা শাস্তি নাই। কিন্তু প্রচলিত মীলাদ দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত নহে। এবং তৃতীয় প্রকারের অন্তর্গত ও নহে, কেননা মুসলমানগণের ইজ্‌মা বা যৌথ মীমাংসা এই যে, উহা বিদ্‌আত মুবাহ্‌ নহে। এখন শেষোক্ত দুই প্রকারই সাব্যস্ত হইতেছে। অতএব অতীত যুগের আলেমবৃন্দ সুস্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন যে, প্রচলিত মীলাদ বিদ্‌আত, মকরূহ ও হারাম। পাঠকবৃন্দ ইতো পূর্বে কতিপয় আক্‌ওয়াল ও অভিমত জ্ঞাত হইয়াছেন। এখানে আমরা আরো কয়েকজন খ্যাতনামা ও প্রজ্ঞাশীল ওলামার অভিমত উধৃত করিতেছি:

শায়খ তাজুদ্দীন স্বীয় ফাকেহানী পুস্তকে লিখিয়াছেন,

هو بدعة احدثها البطالون وشهوة نفس
اعتنى بها الا كالون

মীলাদ মহ্‌ফিল বাতিলপরস্ত এবং ভণ্ড লোকদের আবিষ্কৃত এবং উহা পেট পুজকদের স্বার্থসিদ্ধির ইন্দ্রজাল।

তুহ্‌ফাতুল্ কুযাত গ্রন্থ প্রণেতা লিখিয়াছেন,

لا ينعقد لانه محدث وفعل محدث ضلالة
وكل ضلالة فى النار

মীলাদ মহফিল অনুষ্ঠিত করিতে নাই, এই হেতু যে, ইহা শরীয়তের মধ্যে এক অভিনব আবিষ্কার আর শরীয়তের মধ্যে মনগড়া নব আবিকার বিদ্‌আত এবং যাবতীয় বিদ্‌আত বিভ্রান্তিজনক ও দোষাবহু এবং সমস্ত বিভ্রান্তির. পরিণতি হইতেছে দোযখে।

যখীরাতুছছালেকীন পুস্তক প্রণেতা লিখিয়াছেন,

چیزے کہ نام آں مولد ہے نامند بدعت است

মওলুদ নামক অনুষ্ঠান বিদআত।

'নূরুল ইয়াকীন' পুস্তকেও অনুরূপ ফতোয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফেছানী (রহঃ) তদীয় দুইশত তিয়াত্তর নম্বর লিপিতে (মক্‌তুবে) লিখিয়াছেন,

آگر فرضا حضرت ایشاں دریں آواں در
دنیا زندہ بودند' ایں مجلس واجتماع
منعقد شد آیا با ایں امر راضی میشدند ؟ یقین
فقیر انست کہ ہرگز ایں معنی را تجویز
نمی فرمودند بلکہ انکار نمودند ٥

সম্ভবতঃ যদি নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াছাল্লাম আজিকার যমানায় জীবিত থাকিতেন

www.ahlehadeethbd.org

এবং এই সকল মীলাদ মহফিল দেখিতে পাইতেন, আমি হেন অধমের দৃঢ় বিশ্বাস যে, কস্মিনকালেও তিনি উহা পছন্দ করিতেন না ; বরং উহার অনুষ্ঠানে বাধা দান করিতেন।

হাফিয আবুবকর বাদ্দাদী হানাফী ওরফে ইবনো নুক্তা তদীয় ফতোয়ায় লিখিয়াছেন,

ان عمل المولود لم ينقل عن السلف
ولا خير فيما لم يعمل السلف

মীলাদ মহফিল ছলফ্ বা অতীত মুসলিম সুধিবৃন্দ হইতে উল্লিখিত নাই এবং ঐ সকল ক্রিয়া-কর্মে আদৌ কোন মংগল নহে যাহা অতীত সুধিবৃন্দ কর্তৃক সম্পাদিত হয় নাই।

হযরত মওলানা শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলবী স্বরচিত 'তুহ্ফা-ই-ইছনা আশারিয়া' পুস্তকে লিখিয়াছেন,

روز تولد ووفات هيچ نبى صلعم عيد نه
گرداندند

কোনও নবীর জন্ম ও মৃত্যু দিবসকে ঈদোৎসবে পরিণত করা বৈধ নহে।

হযরত মওলানা রশীদ আহমদ ছাহেব গাংগূহী হানাফী ফাতাওয়া মওলুদ ওয়া উরছ এ লিখিয়াছেন,

ایسی مجلس ناجائز ہے اور اسمیں شریک
ہونا گناہ ہے اور خطاب فخر عالم علیہ
السلام کو کرنا اگر حاضر ناظر جانکر کرے
تو کفر ہے اور ایسی مجلس میں جانا اور
شریک ہونا ناجائز ہے ۰

এবম্প্রকার সভা ও মহফিল অসিদ্ধ ও নাজায়েয এবং উহাতে যোগদান করা পাপ। আর বিশ্ব-গৌরব নবী ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াছাল্লামকে আগত-উপস্থিত ধারণা করিয়া সম্বোধন করা কুফর এবং এরূপ সভায় যোগদান করা অবৈধ ও নাজায়েয্।

অত্র ফতোয়ায় মওলানা মোহাম্মদ মাহমূদ ছাহেব দেওবন্দী হানাফী, মওলানা মোহাম্মদ নাযির হাছান ছাহেব দেওবন্দী হানাফী এবং মওলানা মোহাম্মদ আবদুল খালেক ছাহেব দেওবন্দী হানাফী, প্রমুখ আলেমগণের নাম সহি বিদ্যমান রহিয়াছে।

১৭শ দলীল ঃ এযুগের মুছলমানগণ ১২ই রবিউল আউওয়াল দিবস অতি ধূমধানের সহিত উদযাপন করিয়া থাকেন এই হেতু যে, অত্র দিবসে নবী করিম (দঃ) ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। একথা স্বীকৃত হইলে বাস্তবিকপক্ষে জন্ম-দিবস আযীমুশ্বান ও মহিমান্বিত। কিন্তু ইহা হইতে অধিকতর মহিয়ান ও গরিয়ান ঐ দিবস যে দিবস নবী করিমের (দঃ) উপর প্রথম 'অহী' অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং যেদিন তিনি হেরা গুহায় পয়গাম্বরীর সনদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ও প্রথম কোরআন নাযিল হইয়াছে। কিন্তু এতদসত্বেও অত্র দিবস পর্ব বা ঈদোৎসব রূপে প্রতিপালিত হয় নাই। তাহা হইলে নবী করিমের (দঃ) জন্ম-দিবসে কিরূপে মীলাদ-ই-ঈদ উদযাপিত হইতে পারে? ইহা কি তরজীহ বিল্ মুরাজ্জিহ, বা অযোগ্যকে অন্যায় গুরুত্ব প্রদান করা নয়? প্রকৃত প্রস্তাবে মীলাদের অবলম্বন,—অহীর ধারক ও বাহক নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া ছাল্লাম অহী দিবস, কোরআন দিবস ও জন্ম-দিবস ইহার কোনও দিবসই উদযাপন করেন নাই এবং নির্দেশও দেন নাই। আমরা উম্মতে-মোহাম্মদিয়া, নবী মুস্তফার (দঃ) আদেশ ও নিষেধ নতশিরে পালন করাই আমাদের কর্তব্য; কিন্তু আদেশ দানের অধিকার আমাদের নাই, আমরা নবীর অনুসরণকারী বটে; কিন্তু অনুসরণীয় নই, কোরআন ও ছুন্নাহ'র প্রতিষ্ঠাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, বিদআতের প্রচার ও বিস্তার আদৌ আমাদের লক্ষ্য নহে।

১৮শ দলীল ঃ শরীয়তের আহকাম (ব্যবস্থা সমূহ) যুক্তি প্রমাণ সিদ্ধ অথবা উধৃত প্রমাণ সম্পন্ন হইবে। যুক্তি প্রমাণসিদ্ধ হইলে প্রত্যেকেরই এরূপ স্বাধীনতা থাকা একান্ত আবশ্যক যে, যাহার নিকটে যাহা যুক্তিযুক্ত তাহা করিবার অধিকার যেন সে লাভ করিতে পারে, উপরন্ত উহাতে যেন ছওয়াবও হাসিল হয়। কিন্তু যদৃচ্ছা করার অধিকার শরীয়ত আদৌ প্রদান করে নাই একথা সুপ্রকট। অতএব সন্দেহাতীত রূপে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে

www.ahlehadeethbd.org

যে, শারয়ী আহ্কাম উধৃতি-প্রমাণ সাপেক্ষ। কিন্তু উধৃতি-প্রমাণের সাহায্যে মওলুদের সিদ্ধতা প্রমাণিত হয় নাই। অতএব ইহা শরীয়ত বিগর্হিত ও অবৈধ কাজ বলিয়া প্রমাণিত হইল।

১৯শ দলীল ঃ হানাফী মহোদয়গণ সাধারণতঃ তাঁহাদের দাবীর সমর্থনে عليكم بالسواد الاعظم "বৃহৎ দলের অনুসরণ কর" হাদীছটি উপস্থিত করিয়া থাকেন।

এখন আমাদিগকে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, বৃহৎ দল কোনটি। হয়ত এ বৃহৎ দল বরেণ্য ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের জমা'তকে বলিতে হইবে। যেরূপ হাদীস শরীফে ইহা সমর্থিত হইয়াছে ঃ নবী করিম (দঃ) বলিতেছেন,

خير القرون قرلى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

আমার যমানা যুগশ্রেষ্ঠ, অতঃপর পরবর্তী (ছাহাবা) গণের যুগ, অতঃপর তৎপরবর্তী (তাবেয়ী) গণের যমানা। অন্যথায় বৃহৎ দল বা বড় জ'মাত এযুগের জনসাধারণের দলকেই ধরিয়া লইতে হইবে। কিন্তু যদি জনসাধারণের দলকে হাদীসে উল্লিখিত 'ছওয়াদ-ই-আযম' বা বৃহৎ জমা'ত ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে আমাদের আরয এই যে, এমতাবস্থায় দাড়ি চাঁচা, মুড়ানো ইত্যাদি ফরয ও ওয়াজিবে পরিণত হওয়া একান্ত উচিত, যেহেতু বৃহৎ জমা'ত জনসাধারণের শতকরা পঁচানব্বই জনেরই এ আমল দেখিতে পাওয়া যায়। আর যদি জনসাধারণের দল হাদীসে উল্লিখিত বৃহৎ-জমা'ত না হয় এবং সুনিশ্চিত নয়ও বটে, তাহা হইলে বরেণ্য ছাহাবা ও তবেয়ীগণের জমা'তকেই সন্দেহাতীত ভাবে উল্লিখিত বৃহৎ দল বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে এবং ইহা মওলুদের অবৈধতা ও নিষিদ্ধতার সবল প্রমাণ রূপে গৃহীত হইবে। এই হেতু যে, ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের যমানায় মীলাদ অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল না। বরং আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে বাধ্য যে, নবী-যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নদিকে সুদীর্ঘ ছয়শত বৎসরকাল পর্যন্ত ইসলামী দুন্ইয়ায় ইহার নাম গন্ধও ছিলনা, পাঠক ইতোপূর্বেই তাহা বিশদ ভাবে অবহিত হইয়াছেন।

২০শ দলীল ঃ মীলাদীগণের বদ্ধমূল ধারণা এই যে, অত্র অনুষ্ঠান নবী করিমের প্রতি মহব্বৎ ও ভালবাসা প্রদর্শন করিবার একটি সহজ পন্থা। কিন্তু এ ধারণা ও বিশ্বাস তখনই গ্রহণযোগ্য হইবে, যখন একথা প্রতিপাদিত হইবে যে, নবীর প্রতি প্রীতি ও মহব্বৎ প্রদর্শনের নব-পন্থা আবিষ্কারের অধিকার উম্মৎগণের রহিয়াছে, অন্যথায় এ প্রীতি অনুষ্ঠান নাজায়েয ও অবৈধ হইবে, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

অবশ্য হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াছাল্লামের প্রতি মহব্বৎ প্রদর্শন ঈমানের মূল। কিন্তু উম্মৎগণ এই মহব্বৎ প্রদর্শনের পন্থা আবিষ্কারের অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই; বরং স্বয়ং নবীর প্রমুখাৎ ইহার পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে,

من احب سنتى فقد احبنى ومن احبنى فان معى فى الجنة

"আমার ছুন্নতসমূহের সহিত মহব্বৎ রাখাই প্রকৃতপক্ষে আমার সহিত ভালবাসা রাখা।" কিন্তু মীলাদ অনুষ্ঠান নবী করিমের ছুন্নত কস্মিনকালেও নয়। বরং ইতিহাস জীবন্ত প্রমাণ যে, মীলাদ নবী করিমের তিরোধানের ছয়শত বৎসর পরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং কিছুতেই ইহা নবীর ছুন্নতের মর্যাদা লাভ করিতে পারে না এবং মীলাদ-প্রেমিক কিছুতেই নবী প্রেমিক হইতে পারে না। আর নবীর প্রতি যাহার প্রেম-মহব্বৎ নাই, সে ঈমানের আস্বাদ হইতে বঞ্চিত। প্রকৃত সত্য একমাত্র পরম প্রভুই অবগত।

ومن مذهبى حب النبى والـه
والناس فيهما يعشقون مذاهب

পাঠক বৃন্দ! উপরোল্লিখিত প্রমাণাদি সম্যক পর্যালোচনা করিয়া অনায়াসে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন যে, প্রচলিত মীলাদ অসিদ্ধ ও শরীঅত বিগর্হিত। কিন্তু যেহেতু এ বিদ্আত ব্যাপক আকারে বিস্তার লাভ করিয়াছে, অতএব

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এ ক্ষেত্রে আমরা আরও কিছু বিশদ ভাবে আলোক সম্পাতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

একথা অনস্বীকার্য যে, ১২ই রবিউল আওয়াল তারীখে আনন্দ-উৎসব করার কারণ কেবল মাত্র ইহাই যে, অত্র তারিখে নবী করীম (দঃ) ভূমিষ্ট হইয়াছিলেন। এমনি ভাবে উক্ত তারিখে তিনি ইন্তেকালও করিয়াছেন। এই জন্যই অত্র ১২ রবিউল আওয়াল জনসাধারণের মধ্যে 'বারায়ে-ওফাত' নামেও অভিহিত। তাহা হইলে অত্র তারিখে যেরূপ জন্ম-উৎসব সাড়ম্বরে উদযাপিত হইয়া থাকে ঠিক সেইরূপ এই তারিখ মহাপ্রয়াণের শোক-দুঃখের বিষাদ-স্মৃতিও বহিয়া আনে। অবশ্য, মহানবীর (দঃ) বিয়োগ-ব্যথায় প্রত্যেক মুছলমানের হৃদয় বিদীর্ণ হইবারই কথা। সুতরাং রবিউল আউওয়াল মাসের ১২ই তারিখ যেরূপ খুশীর বারতা বহিয়া আনে, তদ্রূপ পুঞ্জীভূত মর্মবেদনার ইয়াদকেও তাযা করিয়া দেয়। অতএব যাহারা উপস্থিত আনন্দ উৎসব অবলোকন করিয়া শোক-দুঃখ ভুলিয়া যায় তাহারা একটি মস্ত অপরাধ করিয়া বসে এবং সে অপরাধ অমার্জনীয়।

দ্বাবিংশ দলীল :

ইহা সর্বজন-বিদিত যে, নবী করিমের (দঃ) জন্ম তারিখ সম্বন্ধে বিদ্বানগণের মধ্যে প্রচুর মতানৈক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। তবে ৯ই রবিউল আউওয়াল যে মহানবীর জন্ম তারিখ ইহাই অধিকতর প্রমাণ সিদ্ধ ও সত্য। এমতাবস্থায় ১২ই রবিউল আওয়ালকে সুনির্দিষ্টরূপে পয়দাইশ তারিখ ধার্যকরতঃ মীলাদ অনুষ্ঠান উদযাপন করা ইতিহাসের উপর খোদকারী নয় কি ?

ত্রয়োবিংশ দলীল :

প্রকৃত প্রস্তাবে মীলাদ অনুষ্ঠানের উৎস মূল ইহাই অনুমিত হয় যে, যেহেতু পারিপার্শ্বিক অমুসলিম সম্প্রদায় তাহাদের মহামনীষিগণের জন্ম দিবসকে কেন্দ্র করিয়া বার্ষিক জয়ন্তী উৎসব উদযাপন করিয়া থাকে, সুতরাং মুসলমানগণ মহানবীর (দঃ) জন্ম বার্ষিকী উদযাপন না করিয়া কেন অমুসলিম সম্প্রদায়ের পশ্চাতে থাকিবে ? না, কখ্খন না। এই মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে মহানবীর জন্ম বার্ষিকী উদযাপনের প্রবণতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং কালক্রমে মীলাদ অনুষ্ঠানের রূপ পরিগ্রহ করে। প্রকৃত প্রস্তাবে শরীআত-ই মুহাম্মদিয়ার কুত্রাপি ঘুণাক্ষরেও ইহার দলীল প্রমাণাদি বিদ্যমান নাই।

চতুর্বিংশ দলীল :

প্রখ্যাত নামা হানাফী আলেমগণের অন্যতম হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেব তদীয় "তরীকা ও মওলুদ" পুস্তিকায় প্রচলিত মীলাদ মহফিলের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন :

"شرعا بالکل ناجائز اور گناہ ہے"

শরীআত অনুসারে ইহা সম্পূর্ণ নাযায়েয এবং গুণাহর কাজ'।

পঞ্চবিংশ দলীল :

আল্লামা হাসান-ইবন-আলী সাহেব 'তরীকাতুস্ সুন্নাহ্' পুস্তকে লিখিয়াছেন,

لا اصل لہ فی الشرع بل ھو بدعۃ مذمومۃ

শরীআতে ইহার কোনই প্রমাণ নাই; বরং ইহা ঘৃণিত বিদআত।

ষড়বিংশ দলীল :

হাফিযুল হাদীস হাফিয ইবন হজর (রহঃ) লিখিয়াছেন,

بدعۃ لم ینقل عن احد من السلف

'ইহা বিদআত, সলফ্ অর্থাৎ অতীত মনীষীগণের কাহারো নিকট হইতে ইহার আদৌ কোন সূত্র নাই।

সপ্তবিংশ দলীল :

আল্লামা আবদুর রহমান মাগরেবী হানাফী সাহেব লিখিয়াছেন,

ان عمل المولد بدعۃ

বাস্তবিক মীলাদ অনুষ্ঠান অবশ্যই বিদআত।

অষ্টবিংশ দলীল :

আল্লামা আলাউদ্দীন সাহেব 'শরহুল আছ'

www.ahlehadeethbd.org

পুস্তকে লিখিয়াছেন,

مايحتفل لمولد بدعة يذم عليها

'মীলাদ উপলক্ষে যে সকল মহফিল-সভা অনুষ্ঠিত হয় উহা বিদআত ও দোষাবহ।

এই স্থানে বিদ্‌আত প্রবর্তনকারীদের সম্বন্ধে নবী করিম (দঃ) এর ইর্শাদ বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। তিনি ফরমাইয়াছেন, "আল্লাহতাআলা তাহার (বিদ্‌আতে লিপ্ত থাকা কালে) নামায, রোজা, হজ্ব, ওমরা কিছুই গ্রহণ করেন না এবং জিহাদ, তওবা এবং দান-দক্ষিণাও গৃহীত হয় না বিদআতী ইসলাম হইতে এইরূপে বহির্গত হইয়া যায় যেরূপ মথিত আটা হইতে কেশ বহিষ্কৃত হয়।"—(ইবন মাজা)

নবী করিম (দঃ) স্বীয় প্রভু সকাশে যাত্রার প্রাক্কালে সাহাবা-ই-কিরামকে তথা উম্মৎ-ই-মুহম্মদীকে সম্বোধন করিয়া যে মূল্যবান উপদেশ বাণী প্রদান করিয়াছিলেন উহা এস্থানে বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি ফরমাইয়াছিলেন, "আমি তোমাদের মধ্যে দুইটী বস্তু আমানত রাখিয়া যাইতেছি, তোমরা যতদিন পর্যন্ত উহা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিবে কস্মিন-কালেও গুমরাহ্‌ বা পথভ্রষ্ট হইবে না। এতদোভয়ের একটী হইতেছে আল্লাহর কিতাব কুরআন পাক অপরটী সুন্নাহ বা হাদীছ"--বস্তুতঃ এই দুইটীই হইতেছে মুসলিম জাতির একমাত্র রক্ষাকবচ। অথচ এতদো-ভয়ের মধ্যে কুত্রাপি মীলাদ অনুষ্ঠানের বিন্দুমাত্রও উল্লেখ নাই। এমতাবস্থায় উক্ত অনুষ্ঠান উদযাপন দ্বারা নবী করিমের (দ) উল্লিখিত উপদেশ বাণীর বিরুদ্ধাচরণ করা হয় নাকি? এবং ইহা দ্বারা বিশ্ব-প্রভু আল্লাহর ক্রোধাভিশাপ ডাকিয়া আনা হয়না কি? ইহার পরও কি মুসলিম সমাজের সম্বিৎ ফিরিয়া আসিবেনা?

আল্লাহ্‌তাআলা মুস্‌লিম সমাজকে অসদাচরণ হইতে বিরত রাখুন এবং সরল-সঠিক পথে চলিবার তওফীক প্রদান করুন, আমীন। কৃপানিধানের তওফীক যদি সহচর হয়, বারান্তরে আমরা 'মীলাদে কেয়াম সমস্যা'র উপর বিংশতি প্রমাণাদি সম্বলিত আলোচনা সহৃদয় পাঠক বৃন্দের খিদমতে পেশ করিতে প্রয়াস পাইব।

www.ahlehadeethbd.org

আল্লামা শওকানী (রহঃ)

মূলঃ মওলানা আতাউল্লাহ হানীফ অনুবাদঃ এ, কে, মুহাম্মদ হুসাইন বাসুদেবপুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইমাম শওকানীর শিষ্য বা ছাত্র মণ্ডলীঃ

ইমাম শওকানী তাঁহার ছাত্র-জীবন হইতেই অধ্যাপনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। অতঃপর কাযী পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে দরস তদরীস ব্যতীত গ্রন্থ সংকলন কার্যেও নিয়োজিত থাকিতেন। তাঁহার শিষ্য মণ্ডলীর সংখ্যা নিরূপণ করা দুরূহ। তৎসঙ্কলিত البدر الطالع গ্রন্থে তিনি কতিপয় শিষ্যের বিবরণ দান করিয়াছেন। আমরা তন্মধ্যে এমন কয়েক জন শিষ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব যাহাদের অনেকেরই হিন্দুস্তানের সহিত সম্বন্ধ ছিল এবং কেহ কেহ অবিভক্ত ভারতের অধিবাসীও ছিলেন।

(১) মুহাম্মদ বিন্ নসর আল্ হাযেমী নজদী। ইনি ইমাম শওকানীর যশস্বী ছাত্রগণের অন্যতম। ইনি শায়খ মুহাম্মদ আবেদ সিন্ধি মদনী * এবং মওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসহাক মুহাদ্দিস দেহলবী মুহাজের মক্কী ও অন্যান্য আলেমগণের নিকট বিদ্যার্জন করেন। হিন্দুস্তানের বহু আলেমের শিক্ষাগুরু ও সনদদাতা আল্লামা হোসাইন বিন মুহসিন আনসারী আলখজরাজীর উস্তায ছিলেন। মতবাদের দিক দিয়া তিনি খাঁটি আহলেহাদীস ছিলেন। ১২৮০ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। (اتحاف النبلاء ৪১৯ পৃঃ)

(২) আল্লামা আবদুর রহমান বিন সুলায়মান আল্-আহদাল। ১১৭৯ হিঃ সালে যোবায়দ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সুলায়মান আহদালের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তিনি শওকানীর সমবয়স্ক ছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে বহু বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। আল্লামা আবদুর রহমান তাঁহার অন্যতম শিক্ষাগুরু মুলতানের অধিবাসী আল্লামা মইযুদ্দীন আলহিন্দির উল্লেখ প্রসঙ্গে তাঁহার শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশেষ করিয়া উসূল ও মন্তেক শাস্ত্রে তাঁহার দক্ষতার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। শায়খ মুহাম্মদ হায়াত সিন্ধি এবং আল্লামা সৈয়দ মুরতযা বেলগেরামী যোবায়দীও তাঁহার উস্তায ছিলেন। তিনিই শওকানী কাযীদের সম্বন্ধে

النفس اليمانى والروح الريحانى فى اجازة القضاة بنى الشوكانى

নামক একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করেন। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন শাস্ত্রের গ্রন্থাবলী তিনি তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার খানদানের লোকসমূহ যদিও শাফেয়ী মযহাবের লোক ছিলেন, কিন্তু তিনি আহলেহাদীস মতাবলম্বী

---

* ইনি সিন্ধু দেশের শিউন নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দুস্তান, হেজায প্রভৃতি দেশে বিদ্যার্জন করেন এবং জীবনের অধিকাংশ সময় সেই সব দেশেই অতিবাহিত করেন। মধ্যবর্তীকালে দুই একবার স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেন। পরে মদিনা শরিফে তশরিফ লইয়া যান। ১২৫৭ হিঃ সালে তথায় ইন্তিকাল করেন। বিখ্যাত সমাধিস্থল জন্নাতুল বাকীতে তাহাকে সমাধিস্থ করা হয়। ইয়ামানের ছনআ নগরীতে বহু দিন অবস্থান করিরা ছিলেন। নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁ মরহুম তাঁহাকে ইমাম শওকানীর ছাত্র মণ্ডলীর মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। (اتحاف ২১১ পৃঃ)

www.ahlehadeethbd.org

ছিলেন। (ইহার বিস্তারিত বিবরণ التاج المكلل ৩৩৬-৩৪০ পৃষ্ঠা ও ابجد العلوم ৮৬৫-৮৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) তিনি ১২৫০ সালে মানবলীলা সংবরণ করেন।

৩। আল্লামা আবদুর রহমান বিন্ আহমদ আল্ বহ্কলী। ইনি ১২৮০ হিঃ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ইমাম শওকানীর শিষ্য ও সহপাঠী ছিলেন। আল্লামা আবদুল কাদের বিন আহমদ কাওকবানী ও আল্লামা আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন্ ইসমাইল আল্-আমীর প্রভৃতি বিদ্বান-মণ্ডলীও তাঁহার শিক্ষাগুরু ছিলেন। ইমাম শওকানীর নিকট হইতে যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করেন।

ইমাম শওকানী স্বয়ং বলিতেছেন— اختص لى اختصاصا كاملا আমার সহিত তাঁহার পূর্ণ এবং বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। কয়েকবার তিনি সন্আয় আগমন করেন। বহু শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষজ্ঞের যোগ্যতা ছিল। তিনি তাঁহার স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ ইতিহাস, হাদীসশাস্ত্র এবং বিবিধ বিষয়ে বহু গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন।

আল্লামা শায়খ আবদুল হক বিন ফযলুল্লাহ বেনারসীর শয়খগণের অন্যতম ছিলেন। হিঃ ১২৩৮ সালে ইমাম শওকানীর নিকট হইতে হাদীছের সনদ লাভ করেন। তাঁহার মৃত্যু সন সম্বন্ধে সঠিক কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

৪। আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী শওকানী। আল্লামা শওকানীর পুত্র। বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় নাই। ইনি তদীয় পিতা আল্লামা শওকানীর প্রদত্ত ফতোয়াগুলি ১২৬২ সনে الفتح الربانى নাম দিয়া সংগৃহীত করেন। ১২৮১ হিঃ সালে পরলোক গমন করেন। (دليل الطالب ৭৬৮ পৃঃ)

৫। মওলানা আবদুল হক বিন ফযলুল্লাহ বেনারসী। যিলা উন্নাদ, কস্বা নিউতনের অধিবাসী। তাঁহার পিতা বেনারস গিয়া বসতি স্থাপন করেন। মওলানা শাহ আবদুল কাদের, মওলানা শাহ আবদুল আজিজ, মওলানা শাহ ইসমাইল শহীদ, মওলানা মুহাম্মদ আবেদ সিন্ধি, আল্লামা আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আল্-আমীর, আল্লামা আবদুর রহমান বিন আহমদ আলবহ্কালী প্রভৃতি মনীষিগণের নিকট বিদ্যা হাসেল করেন। বাল্যকাল হইতে হাদীছের অনুরাগী ছিলেন। এই হেতু উচ্চ শিক্ষাভিলাষে বিদেশ পর্যটনে বহু কষ্ট উঠাইয়াছেন। ইনি সাতবার বয়তুল্লাহ শরিফ যাইয়া হজ্জক্রিয়া সম্পন্ন করেন। একবার মওলানা ইসমাইল শহীদ (রঃ) এবং হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহঃ) সাহেবের সহিত হজ্জে যাওয়ার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। তকলীদের প্রতিবাদে الدر الفريد فى المنع عن التقليد নামক গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। হিঃ ১২৩৮ সালে ছম্আ গিয়া ইমাম শওকানীর নিকট হইতে হাদীছের সনদ লাভ করেন। ভারতের বহু আলেম তাঁহার নিকট হইতে হাদীছের সনদ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার মধ্যবর্তীতায় প্রাপ্ত সনদ ভারতে উচ্চ পর্যায়ের সনদরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। হিঃ ১২৮৬ সালে ৮ই যিলহজ্জ তারিখে ৭০ বৎসর বয়সে শেষ হজ যাত্রায় বোম্বাই নগরীতে তাঁহার জীবনাবসান ঘটে।...মতবাদের দিক দিয়া তিনি খাঁটি আহলে-হাদীস ছিলেন।....(تذكره علمائے هند فارسى ১১০ পৃষ্ঠ)

৬। শয়খুল ইসলাম মওলানা আবদুল হাই সাহেব বুঢ়ানবী। যিলা মোযাফ্ফ নগরের অন্তর্গত বুঢ়ানা নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। বংশত তিনি সিদ্দীকী এবং মওলানা শাহ আবদুল আযীয সাহেব মোহাদ্দেস দেহলভীর জামাতা এবং

www.ahlehadeethbd.org

হযরত মওলানা সৈয়দ আহমদ শহীদ সাহেবের বিশিষ্ট খলিফাগণের অন্যতম ছিলেন। হানাফী ফেক্‌হ্ শাস্ত্রে প্রচুর জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ভারতীয় মুজাহিদগণের জেহাদী আন্দোলনে মওলানা শাহ ইস্‌মাইল শহীদ ও তিনি সৈয়দ আহমদ সাহেবের দুই মন্ত্রী স্বরূপ ছিলেন। বিদ্যার গভীরতায় তিনি অতুলনীয় ছিলেন।... হিঃ ১২৩৭-৩৮ সালে যে সময় সৈয়দ আহমদ সাহেব হজ্জব্রত উদ্‌যাপনের জন্য মক্কা গমন করেন, সেই সময় তিনি উক্ত কাফেলার সহিত সৈয়দ সাহেবের সহগামী ছিলেন। এই সফরকালীন আল্লামা শওকানীর নিকট হইতে হাদীসের সনদ লাভ করেন। তিনি ইমাম শওকানীর সংকলিত গ্রন্থ الفوائد المجموعة এবং درر البهية সর্ব প্রথম ভারতে সঙ্গে লইয়া আসেন।.....হিজরী ১২৪৩ সালের ৮ই শাবান এই খ্যাতনামা মনীষী পরলোকগমন করেন।

৭। মওলানা বেলায়েত আলী সাহেব সাদেকপুরী আযিম আবাদী। এই স্বনামধন্য পুরুষ হিঃ ১২০৫ সালে সুবা বিহারের এক ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। হযরত মওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল শহীদের বিশিষ্ট ছাত্র এবং হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ সাহেবের খাস্ খলিফা ছিলেন।.....ইনি জেহাদী আন্দোলনে উৎসর্গীকৃত প্রাণ এবং চিন্তায় ও আচরণে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় ছিলেন।.... ইসলামের নির্ভিক মুবাল্লিগ, তওহিদের নিশানবরদার, মুহাদ্দিস বেলায়েত আলী সাহেব সম্ভবতঃ হিঃ ১২৪৮ সালে হজ্জব্রত উদ্‌যাপনের জন্য হেজাজ গমন করেন। এই সফরকালীন নজদ প্রভৃতি বিভিন্ন ইসলামী রাজ্যগুলি পরিভ্রমণ করিতে করিতে ইয়ামনে যাইয়া উপস্থিত হন। ১২৪৯ হিঃ সালে আল্লামা শওকানীর নিকট হাদীসের সনদ লাভ করেন। প্রত্যাবর্তনকালীন আল্লামা শওকানী—লিখিত درر بهية নামক গ্রন্থখানি সঙ্গে লইয়া আসেন। একমাত্র তাঁহারই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার সমুদয় খান্দান জেহাদী আন্দোলনে যোগদান করেন। ভারতে একনিষ্ঠ ইস্‌লামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা এবং ইংরাজ আধিপত্যের অবসান ঘটাইবার সাধনায় হিঃ ১২৬৯ সালের মহর্‌রম মাসে ৬৪ বৎসর বয়সে সৃষ্টি কর্তার সান্নিধ্য লাভ উদ্দেশ্যে মহা প্রস্থান করেন।

بناكردند خوش رسمے بخاك خون غلطيدن
خدا رحمت كند ايں عاشقانى پاك طينترا

৮। মওলানা আবু আবদুল্লাহ মনসুর রহমান বিন্ শয়খ্ নবাব জামালুদ্দীন আন্‌সারী দেহলবী নযিল ঢাকা। ইনি মওলানা শাহ আবদুল আযিয সাহেব মুহাদ্দিছ দেহলবীর সাগরেদ ছিলেন। হিঃ ১২৩৭ সালে হযরত আমিরুল মো'মেনিন্ সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহঃ), মওলানা ইসমাইল শহীদ ও মওলানা আবদুল হাই সাহেব সমভিব্যাহারে হজ্জব্রত পালনের জন্য মক্কা গমন করেন। সেই সময় তিনি ও মওলানা আবদুল হাই সাহেব আল্লামা শওকানীর খেদ্‌মতে উপস্থিত হন এবং মক্কাশরীফে আল্লামার নিকট হইতে সনদ লাভ করেন। (সংক্ষেপায়িত)

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, হযরতুল আল্লামা নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁ মরহুমের যুগে ইয়ামনের দুইজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ ভূপাল নগরীতে আগমন করেন। একজন আল্লামা যয়নুল্ আবেদীন বিন্ মুহসিন আন্‌সারী এবং অপর জন আল্লামা শয়খ্ হোসাইন বিন্ মুহসিন আন্‌সারী। * এই সময়ে নবাব সাহেব মরহুম

* আমার দিল্লীতে অধ্যয়ন কালীন আল্লামা হোসাইন বিন মুহ্‌সিন আন্‌সারী আল্ ইয়ামনী দিল্লী আগমন করেন। সেই সময় আমিও আমার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ও শয়খ হোসাইন বিন্ মুহসিন আন্সারী মরহুমের প্রচেষ্টায় ভারতে আল্লামা শওকানীর সঙ্কলিত গ্রন্থসমূহ আনীত হয় এবং তাহার বিষয় বস্তুগুলি প্রচারিত হইবার সুযোগ লাভ করে। তাঁহার এই অবদান আজ ভারতের ইল্মী দুন্য়ায় অসীম কল্যাণ সাধন করিয়া চলিয়াছে। ----

ইমাম সাহেবের কঠোর পরিক্ষা ও নির্যাতন ভোগ

পৃথিবীতে আবাহমান কাল হইতে সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব কলহ চলিয়া আসিতেছে। আল্লামা শওকানীর যুগেও ইহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। যখন তিনি ফকীহগণের গোঁড়ামী ও তক্লীদের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া পবিত্র কোরআন ও ছুন্নাহ্কে পথের সঠিক দিশারীরূপে গ্রহণ করেন তখনই ফকীগণের একদল তাঁহার বিরুদ্ধে লাগিয়া পড়েন। অতঃপর তিনি সাহাবাগণের ফযিলত ও প্রশংসংমূলক ارشاد الغبى الى مذهب اهل البيت فى صحب النبى নামক একখানি পুস্তক প্রনয়ন করেন। পুস্তকখানিতে সাহাবাগণের প্রশংসা ব্যতীত কাহারও প্রতি কোনরূপ কটূক্তি করা হয় নাই। পূর্ব হইতেই যায়েদিয়া ও গোড়া শিয়া সম্প্রদায় তাঁহার প্রতি অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিয়া ছিলেন। এক্ষণে এই পুস্তকখানি প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফকীহগণ তাঁহার বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ আরম্ভ করিয়া দেন। ইমাম সাহেবের প্রতি নানারূপ কটূক্তি ও অশ্রাব্য গালি ও মিথ্যা অপবাদ আরোপিত করিয়া লোক চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য ভীষণ আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, শাহী দরবারে ইমাম সাহেবের অভাবিত প্রভাব এবং তাঁহার বংশমর্যাদা ও ইল্মী সম্মান অক্ষুন্ন থাকা হেতু বিরোধীগণের কেহই সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইতে সাহসী হন নাই। তাঁহারা গুপ্তভাবেই প্রতিবাদের শর বর্ষণ করিতে থাকেন। এইরূপে কিছুকাল পর্যন্ত তাঁহাদের মধ্যে গরম গরম বাদানুবাদ চলিতে থাকে। এমন কি রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন ব্যক্তিগণের কেহ কেহ এই আন্দোলনে ঘৃতাহুতি দিতে থাকেন। এই সময় ইমাম সাহেবের কতিপয় শিক্ষাগুরু ও সহধ্যায়ী বন্ধু এই ঘৃণিত ব্যাপারে শত্রুগগেণ সহযোগিতা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অবশ্য তাঁহারা বিরুদ্ধবাদীগণের সহিত এই জন্য যোগদান করিতে বাধ্য হইয়া ছিলেন যে, যদি তাঁহারা ইমাম সাহেবের বিরোধিতা না করেন তবে তাঁহার সহযোগিতা করিতেছেন বলিয়া বিরোধীগণের মনে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, এই ধারণা অপনোদন-মানসে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন। পরে তাঁহারা তাঁহাদের দুর্বলতার জন্য অনুতপ্ত হইয়া ইমাম সাহেবের নিকট ওযর-মা'যেরাত পেশ করেন।

ফকীহগণ কন্যাদিগকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তব্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য হিলাও বাহানা তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইমাম সাহেব ইহার তীব্র সমালোচনা করেন। এই ব্যাপারেও ফকীহগণ তাঁহার প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠেন এবং ইহা লইয়া একটা ঘোর

কতিপয় সহধ্যায়ী বন্ধু আল্লামার নিকট হইতে হাদীসের সনদ ও এজাযত লাভ করিবার সৌভাগ্য অর্জন করি। তাঁহার স্বহস্তের দস্তখতযুক্ত ও মোহরাঙ্কিত ছনদ এই খাদেমের নিকট সুরক্ষিত রহিয়াছে।

আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর মওলানা আবদুস্ সামাদ সাহেব মরহুম ও আমার ভগ্নীপতি আল্লামা আবদুস্ সালাম সাহেব মরহুম ভুপাল নগরীতে আল্লামা হোসাইন বিন্ মুহসিন আন্সারীর নিকট হাদীস অধ্যয়নপূর্বক উচ্চ সনদ লাভ করেন। (অনুবাদক)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কলহের সূত্রপাত হয়! অবশেষে সত্য জয়যুক্ত ও অসত্য পযুদস্ত হইতে বাধ্য হয়। (حاشية طلب الادب من ادب الطالب ২৬ ও ৩১৯ পৃষ্ঠা)

ইমাম শওকানী লিখিত "ফের্কা-নাজিয়া" বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল নামক একখানি পুস্তক দেখিয়া তাঁহার এক ছাত্র (যিনি ১০ বৎসর পর্যন্ত তাঁহার খেদমতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন) ফেৎনা সৃষ্টি করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছিল। (البدر الطالع (১) ৮৩ পৃষ্ঠা)

ইমাম শওকানী ফিক্‌হ যায়েদিয়ার বিশ্বস্ততম গ্রন্থ الازهار فى فقه الائمة الاطهار এর যখন সমালোচনমূলক ভাষ্য লিপিবদ্ধ করেন সেই সময় মুকাল্লিদগণ আবার তাঁহার বিরুদ্ধে বিষ উদ্গিরণ করিতে থাকেন। তাঁহাদের এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, ইমাম সাহেব আহলে বয়েতগণের মযহাবকে খতম করিয়া ফেলিতে চান।

এই প্রকারের নানাবিধ ফেৎনা, ফসাদ ও বিপদ বিপত্তির সীমা এতদূর গিয়া পৌঁছিয়াছিল যে, "দাঙ্গাকারীর দল কয়েকবার ইমাম সাহেবের গৃহে হানা দিয়া অবরোধ করিয়া ফেলে। কিন্তু যখনই তিনি একবার গৃহ হইতে বাহিরে আগমন করিয়াছেন, তখনই তাহারা সন্ত্রাসিত হইয়া ঊর্ধ শ্বাসে পলায়ণ করে।

ফলতঃ তাহারা ইমাম সাহেবকে -

"নানাবিধ যন্ত্রনা দিতে কোন প্রকার ত্রুটী করেনাই কিন্তু সত্য পরিনামে জয়যুক্ত হইয়াছে এবং সুন্নত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে"।

ইমাম শওকানীর পরলোক গমন,

ইমাম শওকানীর ইনতিকালের সন তারিখ সম্বন্ধে মতানৈক্য রহিয়াছে। আল্লামা নবাব সিদ্দীক হাসান খাঁ বাহাদুর মরহুম তদীয় "আবজাদুল উলুম" (ابجد العلوم) গ্রন্থে ১২৫০ হিঃ এবং "ইত্তেহাফুন্নবালা" (اتحاف النبلاء) গ্রন্থে ১২৫৫ হিঃ উল্লেখ করিয়াছেন। পরন্তু আত্‌তাজুল মোকাল্লাল (التاج المكلل) গ্রন্থের হাশিয়ায় (২৯৭ পৃষ্ঠায়)-এবং "তকসার" (تقصار) গ্রন্থের ৮২ পৃষ্ঠায় পরিষ্কার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন যে, ইমাম শওকানী ১২৫০ হিঃ সালের জমাদিউল আখির মাসে ইন্‌তিকাল করেন-এবং ইহাই সঠিক। তাঁহার জন্মসন সম্বন্ধেও ঐরূপ মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু এতদ্‌সম্বন্ধে আল্লামার নিজস্ব লিখিত বর্ণনায় ১১৭৩ হিঃ সন উল্লিখিত রহিয়াছে। এই হিসাব অনুযায়ী তাঁহার বয়স ৭৭ বৎসর হইয়াছিল।

ইমাম সাহেবের সন্তানাদি,

ইমাম শওকানীর সন্তানাদি সম্বন্ধে সঠিক সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তবে তাঁহার তিনজন পুত্র সন্তানের বিবরণ অবগত হওয়া যায়। ইহারা তিন জনই মহাবিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। আল্লামা তাঁহার "বদরুত্‌তালে" গ্রন্থে একজনের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন এবং আল্লামা নবাব সিদ্দীক হাসান খাঁ মরহুম التاج المكلل গ্রন্থের ২৭৪ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত তিনজন পুত্রের বিবৃতি দান করিয়াছেন।

১। জামালুল্‌-ইসলাম আলী-বিন মুহাম্মদ আশ-শওকানী। ইনি আল্লামা শওকানীর জেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ১২১৭ হিজরী সালের মহর্‌রম মাসে জন্মগ্রহণ করেন। স্বনাম ধন্য পিতার নিকট হইতে যাবতীয় বিদ্যায় জ্ঞানার্জন করেন। অধ্যাপনাকালীন অল্প বয়সেই তাঁহার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। দুঃখের বিষয় পিতা আল্লামা শওকানীর মৃত্যুর এক মাস পূর্বেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

২। মফীউল ইসলাম আহমদ বিন মুহাম্মদ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শওকানী। জন্মসন অবগত হওয়া যায় নাই, যাবতীয় বিদ্যায় যোগ্যতা লাভ করেন। পিতার ইন্তিকালের পর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ছিলেন। অধ্যাপনা ও ফতুয়া কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় পিতৃদত্ত ফতুয়া সমূহ সংগৃহীত ও সুরক্ষিত হইয়াছিল। হিজরী ১২৮১ সালে পরলোক গমন করেন।

৩। ইমাদুল ইসলাম ইয়াহ্ইয়া বিন্ মুহাম্মদ শওকানী। নবাব সিদ্দীক হাসান খাঁ মরহুম النفس اليمانى। التاج المكلل। গ্রন্থের ৩৩৮ পৃষ্ঠায় গ্রন্থের বরাত দিয়া তাঁহার বিবৃতি দান করিয়াছেন। উহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তিনিও একজন বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। জন্ম-মৃত্যুকাল সম্বন্ধে কোন তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় নাই।

স্বভাব চরিত্র,

নবাব সিদ্দীক হাসান খাঁ মরহুম ابجد العلوم। গ্রন্থে লিখিয়াছেন "ইমাম শওকানী নিষ্কলুষ ও পবিত্রতার মধ্যে লালিত পালিত হইয়া ছিলেন। তাঁহার ভিতর অসাধারণ জ্ঞানবত্তা এবং অনুপম গুণাবলীর সমন্বয় ঘটিয়াছিল। আল্লামা শওকানী নিজ অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন—(তাঁহার মৃত্যুর ৪০ বৎসর পূর্বের অবস্থা সম্পর্কে) "দুনয়াপরস্ত লোক হইতে দূরে অবস্থান করিতেন। কোন কাযী ও ধনাঢ্য ব্যক্তির দ্বারস্ত হন নাই। এবং কোন মতলব সিদ্ধির জন্য দুনয়া দার ব্যক্তির তোষামোদ করেন নাই, বরং যাবতীয় সময় বিদ্যা-চর্চা ও পঠন পাঠনে অতিবাহিত করিয়াছেন। (البدر الطالع। ২২৪ পৃষ্ঠা)

আল্লামা শওকানী ফতুয়ালিখনী ও অধ্যাপনা কার্য্যে কোনরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই। যদি তাঁহাকে কোন ব্যক্তি কিছু প্রদান করিবার চেষ্টা করিত, তবে তিনি বলিতেন, انا اخذت العلم بلا ثمن فاريد القائه كذالك।

আমি বিনা মূল্যে বিদ্যা অর্জন করিয়াছি, ঠিক সেইরূপ আমি উহা বিনা মূল্যেই বিতরণ করিতে ইচ্ছা করি।

অনুপম ধৈর্য্য-শীলতা,

আল্লামা শওকানীর যোগ্যপুত্র আল্লামা আলী বিন্ মুহাম্মদ যৌবনের উষাকালে অধ্যাপনার আসনে সমাসীন থাকাকালীন ইন্তিকাল করেন। এই বিপদ সময়েও তিনি ধৈর্য্যচ্যুৎ হন নাই এবং কোনরূপ শোক ও চিন্তা এবং চিত্ত-চাঞ্চল্য প্রকাশ ঘটিতে দেন নাই।

আল্লামা শওকানীর সঙ্কলিত গ্রন্থাবলী

আল্লামা শওকানী বহু গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে যতগুলি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন আমরা সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি। এখানে প্রত্যেক গ্রন্থের নাম-ধাম উল্লেখ করা সম্ভবপর নহে। গ্রন্থগুলি তাঁহার জীবন ব্যাপী সাধনার অমৃত অবদান। ইসলাম-জগত উহা হইতে অসীম উপকৃত হইতেছে এবং কেয়ামতকাল পর্যন্ত হইতে থাকিবে।

তফ্সীর গ্রন্থ—	৫ খানি
হাদীস ও ফেক্হে হাদীস—	১৪ "
ফেক্হ গ্রন্থ—	৭৪ "
তওহিদ ও আকায়েদ—	১৫ "
ওসূলে ফিক্হ ও তদানুসঙ্গিক—	৪ "
ইলমুল ইসনাদ—	৫ "
লোগাত ও মায়ানী—	৪ "
ইসলাহ্ বা সংস্কার বিষয়ক—	৩ "
ঐতিহাসিক—	২ "
বিভিন্ন বিষয়ক—	৩ "
মোট	১২৭ খানি

www.ahlehadeethbd.org

আর্তের হাহাকার

—সয়ফুল ইছলাম মোহাম্মদ শফীউদ্দীন

[১]

মহা সাগরের দুর্গম পথে কার এই অভিযান
রাত্রি নিশীথে ধ্বংস করিতে গোনার পাকিস্তান।
রেডিও বেতারে, নিউজ পেপারে খবর ছড়ায়ে পড়ে
চিটাগাং আর নোয়াখালী কেণী ধ্বংস হইল ঝড়ে।

[২]

ঘুর্ণিবাত্যায় গিয়াছে উড়িয়া 'বাঘাচতর' আর 'চরসরাত'
দিনের আলোকে হেসেছিল যারা পোহাল না আর তাদের রাত।
লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন এক প্রলয়ঙ্কর ঝড়ে
রাত না পোহাতে 'সবে এক সাথে' ঝাঁক বেঁধে গেছে উড়ে।

[৩]

মহা আক্রোশে ক্ষেপা সমুদ্র 'পতেঙ্গা'-কে করেছে গ্রাস
জলোচ্ছ্বাসের মহা-কল্লোল হৃদয়ে হানিছে ত্রাস।
হাহাকার আর ক্রন্দন রোল গগণে পবনে ওঠে
দুর্গতদের দুঃসংবাদ বিদ্যুৎ বেগে ছোটে।

[৪]

ওঠে চৌদিকে ক্রন্দন রোল আর্তের হাহাকার
চলে ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা কে করে সাহায্য কার?
আশ্রয় লাগি করে ছুটাছুটি বুভুক্ষু নর নারী
একটী লোকমা খাদ্যের লাগি করে সবে কাড়াকাড়ি।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

[৫]

ঘর বাড়ী আর গাছ পালা ঝাড় ভেঙ্গে চুরে মিস্‌মার
তাহারি চাপায় মরিয়াছে হায়, নর-নারী বে-শুমার।
নিজেদেরই গড়া পাকা ইমারত শান্তির ঘরখানি
কে কবে ভেবেছে তারি তলে পড়ি হারাবে জীবন খানি!

[৬]

ঘাটে, মাঠে, বাটে যেখানে দেখানে মানুষের পচা লাশ
পশু, পাখী, আর মানুষের দেহ ছড়ায় বীভৎস বাস।
পচিয়া গলিয়া বিকট গন্ধ ছুটিয়াছে চারিদিকে
সাধ্য কি কারো ক্ষণকাল তরে সেথায় রহিবে টিকে।

[৭]

কে জানিত হায়, ঘূর্ণিবাত্যায় হবে এই সর্বনাশ
মৃত্যু কি কভু আসিতে জানেনা জানায়ে পূর্বাভাস?
কত নিষ্পাপ কচি ছেলে মেয়ে মায়েরে জড়ায়ে ধরি
কত যে অবলা সুন্দরী সতী অকালে গিয়াছে মরি!

[৮]

এল কি গো নেমে ঐ চাটি গাঁয়ে আল্লার অভিশাপ,
ধ্বংস কি এল ক্রুদ্ধ আবেগে মুছে দিতে সব পাপ?
আসমান হ'তে এল কি নামিয়া ধ্বংসের সেনা ছুটে,
'আদ' 'ছমুদেরে' ধ্বংস করিতে এসেছিল যারা জুটে?

[৯]

মানুষের ভাই, আছ কে কোথায়, আয়! আয়! ছুটে আয় !!!
দুঃস্থের তরে কর মোনাজাত আল্লার দরগায়।
ঘূর্ণিবাত্যায় আর জলোচ্ছ্বাসে যারা অকালে হারালো প্রাণ
তাহাদের লাগি এস সবে মাগি পারলৌকিক পরিত্রাণ।

www.ahlehadeethbd.org

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কি ফকীহ্ ছিলেন না ?

—মোহাম্মদ আবদুর রহম

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) রসুলুল্লাহর (দঃ) অন্যতম জলীলুল কদর ছাহাবী ছিলেন। তিনি ৭ম হিজরীতে (৬২৯ খৃঃ) হুদায়বিয়ার সন্ধি এবং খায়বর যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে মদীনায় আগমন করিয়া ইসলাম কবুল করেন। তদবধি রসুলুল্লাহর ইন্তেকাল সময় পর্যন্ত তাঁহার সাহচর্যে অবস্থান করেন। রসুলুল্লাহর "হাদীস" শোনার এবং উহা স্মরণ করিয়া রাখার জন্য তাঁহার এত বেশী আগ্রহ ছিল যে, তিনি সর্বদা ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিতেন। এমন কি তিনি হজে এবং জিহাদেও রসুলুল্লার (দঃ) সঙ্গে থাকিতেন। তাঁহার নিকট হইতে শ্রুত প্রত্যেকটি বাণী এবং তাঁহার প্রতিটি কার্য্যের হুবহু বিবরণী তিনি মনে রাখিতেন এবং তাহা অন্যান্যদের নিকট বর্ণনা করিতেন।

পরবর্তীকালে যখন রসুলুল্লাহর (দঃ) হাদীস সমূহ সংগৃহীত এবং সঙ্কলিত হয় তখন দেখিতে পাওয়া যায় হযরত আবু হুরায়রাই সর্বাপেক্ষা অধিক হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণিত হাদীসের মোট সংখ্যা ৫৩৭৪টি। সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত দুই হাদীস-গ্রন্থ বুখারী ও মুসলিম উভয়টিতে তাঁহার ৩২৫টি হাদীস সংকলিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া বুখারী এককভাবে সংকলন করিয়াছেন ৭৯টি হাদীস—যাহা মুসলিমে নাই। আর মুসলিমে আছে অথচ বুখারীতে নাই আবু হুরায়রার এমন হাদীসের সংখ্যা ৭৩টি।

শরীঅতের বহু জরুরী অত্যাবশ্যক বিষয় সম্পর্কে যেমন আবু হুরায়রার বর্ণিত বহু হাদীস রহিয়াছে, তেমনি পারলৌকিক পুরস্কার এবং শাস্তি, মানুষের সৃষ্টি এবং অতীতকালের কাহিনী এবং অন্যান্য জরুরী সব বিষয়ের উপরই তাঁহার বর্ণিত হাদীস রহিয়াছে। উক্ত হাদীসের অভাবে শরীআতের বহু হুকুম আহ্কাম এবং ইসলামের অন্যান্য বহু জ্ঞাতব্য বিষয় অপরিজ্ঞাত রহিয়া যাইত। ইহা দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, রসুলুল্লাহর (দঃ) অমর বাণী তথা ইসলামের পয়গাম পরবর্তীদের জন্য পরিবেশনে আবু হুরায়রার ভূমিকা অন্যান্য সকল ছাহাবীর উর্ধে।

মোটামুটি ভাবে হযরত আবু হুরায়রার এই ফযীলত কেহই অস্বীকার করেন নাই। তাঁহার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধেও অতীতের শাস্ত্রবিদগণের কেহই কোনদিন সন্দেহ পোষণ করেন নাই—করার উপায় নাই। তিনি এত অধিক হাদীস কেমন করিয়া বর্ণনা করেন, কি করিয়া মনে রাখেন এ প্রশ্ন অবশ্য আবু হুরায়রার জীবিত কালেই উঠিয়াছিল। তিনি নিজেই ইহার জওয়াব দিয়াছেন। তিনি বলেন, একদা আমি রসুলুল্লাহর (দঃ) নিকট আরয করিলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আপনার নিকট অনেক হাদীস শুনি, কিন্তু উহার কিছু কিছু ভুলিয়া যাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহা শুনিয়া আমার গায়ের চাদর তাঁহার সম্মুখে খুলিয়া ধরিতে বলিলেন, আমি উক্ত আদেশ পালন করিলাম। তিনি হাদীস বলিয়া গেলেন। তারপর তিনি চাদর গুটাইয়া আমার বক্ষে মিলাইতে বলিলেন, আমি তাহাই করিলাম, ইহার পর আমি আর কোনদিন কোন হাদীস ভুলি নাই।

এই হাদীস বুখারী ও মুসলিম সহ হাদীসের প্রায় সব গ্রন্থেই সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহকারে হইয়াছে। রেজালের কেতাবসমূহেও উহা উধৃত হইয়াছে।

হযরত আবু হুরায়রা আরও বলিয়াছেন, লোকে বলে আমি কেমন করিয়া এত হাদীস বলি। ইহার ভেদ কথা এই যে, আমি অনুক্ষণ রসুলুল্লাহর (দঃ) সাহচর্যে থাকিতাম। আমার পেটের আহার ছাড়া অন্য কোন চিন্তা ছিল না। মুহাজেরীন যখন তাঁহাদের ব্যবসার কাজে বাজারে ব্যস্ত থাকিতেন আর

www.ahlehadeethbd.org

আনসারগণ কৃষিকার্যে নিয়োজিত থাকিতেন, তখনও আমি রসুলুল্লাহর (দঃ) কাছে থাকিতাম, তাঁহার হাদীস শুনিতাম এবং উহা মুখস্থ করিয়া লইতাম। (বুখারীর কেতাবুল্ ইল্ম—বাবো হেফ্যিল ইল্ম; মুসলিম; মনাকিবে আবু হুরায়রা)।

কোরআন মজীদের সুরায় বকরায় দুইটি আয়াতে (১৫৯ ও ১৭৪ আয়াত) কোরআন ও স্পষ্ট নিদর্শন (কোরআনের ব্যাখ্যা হাদীস ইহার অন্তর্ভুক্ত) গোপন করিয়া রাখার ভয়াবহ অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে। আবু হুরায়রা বলেন, সুরায় বকরের আয়াত দুইটি নাযেল না হইলে আমি হাদীস বর্ণনা করিতাম না।

হাদীসে আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে সে যেন দোযখে তাহার বাসস্থান নির্মাণ করিয়া লয়।" হযরত আবু হুরায়রা ইহা জানিতেন, এজন্য অন্যান্য হাদীস বর্ণনার পূর্বে তিনি উপরোক্ত হাদীস বলিয়া লইতেন।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর একদা হযরত আবু হুরায়রাকে বলেন, তুমি আমাদের চাইতে বেশী সময় রসুলুল্লাহর (দঃ) খেদমতে হাজির থাকিতে এবং তুমি আমাদের অপেক্ষা হাদীস বেশী মুখস্থ রাখিতে সক্ষম—অর্থাৎ তোমার হাদীস মুখস্থ রাখার শক্তি অধিক।

ইমাম বুখারী বলেন, আবু হুরায়রার নিকট হইতে ৮০০ বিদ্বান রসুলুল্লাহর হাদীস গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার ভিতর বহু গণ্যমান্য সাহাবী এবং হাদীস-বিদ্যায় পারদর্শী তাবেয়ী রহিয়াছেন। ইবনে হজর আসকালানী তাঁহার 'আল—এসাবায়……' আবু হুরায়রার নিকট হাদীস গ্রহণকারী সাহাবী ও তাবেয়ী বিদ্বানগণের এক সুদীর্ঘ তালিকা পেশ করিয়াছেন। অনেক সময় হযরত ওমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), তালহা (রাঃ), এবং যুবায়রও (রাঃ) প্রয়োজন বোধ করিলে আবু হুরায়রার নিকট রসুলুল্লাহর (দঃ) হাদীস তল্লাস করিতেন।

মুয়াবিয়ার খেলাফত-যুগে মদীনার গবর্ণর মারওয়ান একবার হযরত আবু হুরায়রার স্মৃতিশক্তি পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে তাঁহার গৃহে ডাকিয়া আনেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুমাত্র আভাষ না দিয়া তিনি তাঁহাকে হাদীস বর্ণনা করিয়া যাইতে বলেন। পরদার আড়ালে একজন কাতেব মারওয়ানের নির্দেশ মত উহা সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করিতে থাকেন। এক বৎসর পর আবার আবু হুরায়রাকে ডাকিয়া নিয়া পূর্ব বৎসরের বর্ণিত হাদীসগুলি পুনরাবৃত্তি করিতে বলেন। তিনি উহা বলিতে থাকেন। পূর্বোক্ত কাতেব তাঁহার লিখিত কেতাবের সহিত পূর্বের ন্যায় পর্দার আড়াল হইতে উহা মিলাইতে থাকেন। দেখা যায় এক বৎসরের ব্যবধানে হাদীসের বর্ণনায় একটি শব্দ বা একটি অক্ষরেও পার্থক্য হয় নাই। সম্পূর্ণই হুবহু মিলিয়া যায়। (তাদ্বীনে হাদীস)

আশারায়ে মুবাশ্শরার—অর্থাৎ রসুলুল্লাহ (দঃ) যে দশজন সাহাবীর বেহেশতী হওয়া সম্পর্কে খোশখবর দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অন্যতম —জলীলুল কদর সাহাবী হযরত তালহাকে একদা জিজ্ঞাসা করা হইল, এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, হযরত আবু হুরায়রা এত বেশী হাদীস বর্ণনা করেন যাহা আপনারা পারেন না। ইহার জওয়াবে হযরত তালহা (রাঃ) বলেন,

وذالك انه كان مسكينا لاشيئ له ضيفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يده مع يد رسول الله صلعم وكنا نحن اهل بيوت وكنا ناتى رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفى النهار ولاشك الا انه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مالم نسمع....

ইহার কারণ হইতেছে এই যে, তিনি (আবু হুরায়রা) ছিলেন একজন মিসকিন, তাঁহার কিছুই ছিলনা। তিনি ছিলেন রসুলুল্লাহর (দঃ) মেহমান্ তাঁহার হাত ছিল রসুলুল্লাহর (দঃ) হাতের সঙ্গে অর্থাৎ তিনি রসুলুল্লাহর সঙ্গেই (অনেক সময়) খাইতেন। আমরা ছিলাম সংসারী কারবারী লোক। আমরা কেবল দিনের দুই প্রান্তে অর্থাৎ সকালে ও সন্ধায়

www.ahlehadeethbd.org

রসুলুল্লাহর (দঃ) খেদমতে আসিতে পারিতাম। এই কারণেই আমরা যাহা শোনার সুযোগ পাই নাই আবু হুরায়রা তাহাই রসুলুল্লাহর (দঃ) নিকট শুনিয়াছেন। (তিরমিযী—নাতায়েজুত তকলীদ, ১৬৪ পৃষ্ঠা)

হাদীস, রেজাল শাস্ত্র এবং ইতিহাসের প্রমাণ দ্বারা ইহা সন্দেহের ঊর্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে, আবু হুরায়রা রসুলুল্লাহর (দঃ) হাদীস শ্রবণে যেমন ছিলেন অত্যন্ত অনুরাগী, তেমনি উহা কণ্ঠস্থ রাখার শক্তি ছিল তাঁহার অপরিসীম এবং উহার বর্ণনাতেও ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং অদ্বিতীয়।

হযরত আবু হুরায়রা সম্পর্কে আর একটি বিশেষ স্মরণযোগ্য কথা এই যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার জন্য আল্লার নিকট এইভাবে দোওয়া করিয়াছেন,

اللهم حبب عبيدك هذا يعنى ابا هريرة وامه الى عبادك المومنين وحبب اليه المومنين ٥

"ইয়া আল্লাহ! তোমার এই নগণ্য বান্দা (অর্থাৎ আবু হুরায়রা) এবং তাহার মাকে তোমার মুমেন বান্দাদের নিকট প্রিয় করিয়া দাও এবং তাহার নিকটও মুমেনদিগকে প্রিয় কর" (মুসলিম, মেশকাত)

মুসলমানগণ এই হাদীসের ইঙ্গিত অনুসারে হযরত আবু হুরায়রাকে ভালবাসেন—ভালবাসেন রসুলুল্লাহর (দঃ) হাদীসকে বিশ্বস্ত ভাবে পরবর্তীদের নিকট পরিবেশনের জন্য, ভালবাসেন তাঁহার সুন্নতনিষ্ঠার জন্য ও ধর্মভীরুতার জন্য আর তাঁহার প্রতি তাহারা শ্রদ্ধা পোষণ করেন তাঁহার অতুলনীয় খেদমতের জন্য। তাহাদের অনেকেই তাঁহাকে মান্য করেন তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বোধশক্তি (ফ্‌কাহাত) এবং মসলা মাসায়েলের প্রতিপাদন ক্ষমতার (এজতেহাদের) জন্য।

শেষ বাক্যাংশে দুঃখের সঙ্গে আমাদিগকে 'অনেকেই' শব্দ ব্যবহার করিতে হইল এই জন্য যে, মুসলমানদের মধ্যে একদল লোক হযরত আবু হুরায়রাকে বিশ্বস্ত, সুন্নতনিষ্ঠ, ন্যায়নিষ্ঠ, পরহেযগার এবং ইসলাম ও হাদীসের একনিষ্ঠ খাদেমরূপে স্বীকার করিলেও তাঁহাকে ফকীহ এবং মুজতাহিদরূপে স্বীকার করিতে রাজি নন। তাঁহার ভিতর ফাকাহা এবং এজতেহাদ শক্তি ছিলনা এই বানাওটি ওজুহাত সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাদের প্রবর্তিত কেয়াস এর প্রতিকুল সহি সনদে বর্ণিত আবু হুরায়রার হাদীসকে তাঁহারা অবলীলাক্রমে বাতিল ও অগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছেন এবং এইভাবে হযরত আবু হুরায়রার মর্যাদা ও গুরুত্ব অনেকখানি খাঁট করিয়া ফেলিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে নবীর (দঃ) সহীহ হাদীসের প্রতিও চরম অবিচার করিয়াছেন।

আমাদের এই মন্তব্যে কেহ কেহ আমাদের উপর দুঃখিত এবং ক্ষুব্ধ হইতে পারেন। এই জন্য তাহাদের খাতিরে হানাফী মযহবের অসুলে ফিক্‌হের কেতাব হইতে কয়েকটি উধৃতি একটু পরেই পেশ করিতেছি।

তাহার পূর্বে বলা প্রয়োজন যে, হাদীস হইতে মসলা বাহির করার জন্য হানাফী অসুলের কেতাব সমূহে কতকগুলি মূলনীতি নির্ধারণ করা হইয়াছে। উহা একটি ছাঁচ স্বরূপ, এই ছাঁচে যে হাদীসগুলি খাপ খাইয়া যাইবে তাহাই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে। অথবা ঐ মূলনীতিগুলি কষ্টি পাথর স্বরূপ, এই কষ্টি পাথরে যে হাদীস টিকিয়া যাইবে তাহা গ্রহণযোগ্য হইবে, যাহা টিকিবে না তাহা পরিত্যাজ্য হইবে এবং কেয়াসকেই প্রাধান্য দিতে হইবে। এই নীতি ও নিয়ম সমূহের মধ্যে একটি এই যে, কোন সাহাবী যদি ফকীহ এবং মুজতাহিদ না হন তবে তাঁহার একক বর্ণিত হাদীস রেওয়ায়তের দিক দিয়া যতই বিশুদ্ধ হওক না কেন তাহা পরিত্যক্ত হইবে—যদি সেই হাদীস তাহাদের কেয়াসী সিদ্ধান্তের খেলাফ হয়।

হানাফী অসুলে ফিক্‌হের অন্যতম কেতাব 'মেরআতুল উসুল মাআ' শারহে মেরকাতুল উসুল'-এ বলা হইয়াছে, "সাহাবী যদি ফকীহ হন তবে তাঁহার রেওয়ায়ত কেয়াসের অনুকুল হউক, প্রতিকুল হউক আমরা গ্রহণ করিব।

وان لم يكن فقيها كابى هريرة وانس

www.ahlehadeethbd.org

رضى الله عنهما فترد روايته ان لم يوافق الحديث الذى رواه قياسا

আর তিনি যদি ফকীহ না হন, যেমন আবু হুরায়রাহ ও আনস (রাযিঃ) তবে তাঁহার রেওয়ায়ত রদ বা বাতেল করিয়া দেওয়া হইবে—যদি তাঁহার বর্ণিত হাদীসটি কেয়াসের মুওয়াফেক —অনুকূল না হয়।" (নাতায়েজুত তাকলীদ, ১৬৬ পৃষ্ঠা।)

হানাফী মযহাবের সর্বস্বীকৃত এবং সর্বত্র সমাদৃত অসুলে ফিকার গ্রন্থ 'অসুলে শাশীতে' এই নিয়ম সম্পর্কে বলা হইয়াছে,

والقسم الثانى من الرواة هم المعروفون بالحفظ والعدالة دون الاجتهاد والفتوى كابى هريرة وانس بن مالك فاذا صحت روايته مثلهما عندك فان وافق الخبر القياس فلاخفاء فى لزوم العمل به وان خالفه كان العمل بالقياس اولى، مثاله ماروى ابو هريرة فى الوضوء مما مسته النار فقال له ابن عباس ارأيت لو توضأت بماء سخين اكنت تتوضأ منه فسكت وانما رده بالقياس اذ لو كان عنده خبر لرواه، وعلى هذا ترك اصحابنا رواية ابى هريرة فى مسئلة المصراة وباعتبار اختلاف الرواية، قلنا شرط العمل بخبر الواحد ان لايكون مخالفا للكتاب والسنة المشهورة وان لايكون مخالفا للظاهر قال (؟) عليه السلام تكثر لكم الاحاديث بعدى فاذا روى لكم عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق فاقبلوه وما خالف فردوه .

"দ্বিতীয় প্রকারের রাবী হইতেছেন তাঁহারা—যাঁহারা মুখস্থ শক্তি এবং সত্যনিষ্ঠার দিক দিয়া তো বেশ প্রসিদ্ধ কিন্তু এজতেহাদ এবং ফতোয়াদানের ব্যাপারে প্রখ্যাত নন—দৃষ্টান্ত স্বরূপ আবু হুরায়রা এবং আনাস বিনে মালেকের কথা বলা যাইতে পারে। এই দুই জনের মত কোন রাবীর রেওয়ায়াত যখন তোমার নিকট সহীহ প্রতিপন্ন হইবে, তখন যদি দেখা যায় যে, উক্ত হাদীস কেয়াসের অনুকূল, তবে সেই অবস্থায় উহার উপর আমল করা লাযেম হইবে—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু যদি হাদীসটি কেয়াসের প্রতিকূল—মুখালেফ হয় তাহা হইলে কেয়াসের উপর আমল করাই বেহতর। উদাহরণ স্বরূপ আবু হুরায়রার সেই হাদীস উল্লেখ যোগ্য যাহাতে বলা হইয়াছে রান্না করা আহার খাইলে ওজু করিতে হয়। এই হাদীস শুনিয়া ইবনে আব্বাস আবু হুরায়রাকে বলিলেন, দেখুন, যদি আপনি গরম পানিতে ওজু করেন, তাহাহইলেও কি পুনঃ নূতন ওজু করিবেন? একথা শুনিয়া আবু হুরায়রা চুপ করিয়া রহিলেন।

ইহাতে বুঝা গেল যে, ইবনে আব্বাস কেয়াসের সাহায্যে এই হাদীস রদ করিয়া দিলেন। কারণ ইবনে আব্বাসের নিকট উহা রদ করার মত কোন হাদীস থাকিলে তিনি তাহাই পেশ করিতেন। এই নীতি অনুসারেই আমাদের ইমামগণ মুসাররা সম্পর্কিত আবুহুরায়রার রেওয়ায়ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। আর রাবীদের এখতেলাফের দিকে লক্ষ রাখিয়া আমরা এই কথা বলি যে, খবরে ওয়াহেদ (যে হাদীস মাত্র একজন ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে—অন্য কোন সাহাবীর সে সম্পর্কে কোন বর্ণনা নাই) এর উপর আমল করা চলিবে শুধু সেই সময় যখন উহা কোরআনের এবং সুপরিচিত সুন্নতের খেলাপ হইবে না আর উহা স্পষ্ট বিষয়েরও প্রতিকূল হইবে না, (যেমন) রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন (?) আমার পরে তোমাদের নিকট অতি বেশী হাদীস বর্ণনা করা হইবে। ফলতঃ তোমাদের নিকট যখন আমার কোন হাদীস বর্ণনা করা হইবে, তখন উহাকে আল্লার কেতাব কোরআন মজীদের সম্মুখে পেশ করিবে অর্থাৎ উহার সহিত মিলাইয়া দেখিবে। ফলে যাহা মিলিয়া যাইবে তাহা গ্রহণ করিবে আর যাহা উহার খেলাফ হইবে তাহা পরিত্যাগ করিবে।' (উসুলে শালী, দিল্লীর মুজতাবায়ী প্রেস)

উসুলে শালীর উধৃত এবারতটি সম্মুখে রাখিয়া "তারীখে আহলে হাদীসের" স্বনামধন্য লেখক মওলানা ইব্রাহীম শিয়ালকোটী বর্ণিত নীতির বিস্তারিত

www.ahlehadeethbd.org

আলোচনা পূর্বক উহার সাবিক ভ্রান্তি প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরা উক্ত আলোচনার কেবল দুইটি দিক তাঁহারই অনুকরণে বর্তমান প্রবন্ধে খানিকটা সংক্ষিপ্ত ভাবে পেশ করিব। আল্লাহ তওফিক দিলে অন্যান্য দিক বারান্তরে আলোচনার প্রয়াস পাইব।

উক্ত উসূলের পরিগৃহীত নীতির প্রধান কথা হইল এই যে, রাবীর হাদীস কেয়াসের খেলাপ হইলে বর্জন করা হইবে—যদি তিনি ফকীহ এবং মুজতাহিদ না হন।

এখন ১ম প্রশ্ন এই যে, এই নীতি কে নির্ধারণ করিলেন? ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) করিয়াছেন, না অন্য কেহ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে হযরত আবু হুরায়রা ফকীহ ও মুজতাহেদ ছিলেন কিনা।

এ সম্পর্কে 'নূরুল আনওয়ারের' হানাফী লেখক যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য তিনি বলেন:

ثم هذه التفرقة بين المعروف بالفقه والعدالة مذهب عيسى بن ابان وتابعه اكثر المتاخرين واما عند الكرخي ومن تابعه من اصحابنا فليس فقه الراوي شرطا لتقدم الحديث على القياس بل خبر كل راو عدل مقدم على القياس اذا لم يكن مخالفا للكتاب والسنة المشهورة .

'ফকীহ রাবী এবং ন্যায়নিষ্ঠ রাবীর মধ্যে এই পার্থক্য সৃষ্টির কাজ হইতেছে ঈসা ইবনে আবানের মযহব। পরবর্তী ফকীহদের অনেকেই তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু ইমাম কুরখী এবং আমাদের আসহাবগণের মধ্যে যাঁহারা তাহার অনুসরণ করিয়াছেন তাহাদের নিকট রাবীকে ফকীহ হইতে হইবে এইরূপ কোন শর্ত নাই। বরং আদেল—ন্যায়বান যে কোন রাবীর বর্ণিত হাদীসকে কেয়াসের উপরে স্থান দিতে হইবে যতক্ষণ পর্যন্ত উহা আল্লার কেতাব এবং সুপরিচিত সুন্নতের বিরোধী না হয়।

—নুরুল আনোওয়ায়, ১৭৯-৮০ পৃঃ

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ঈসা ইবনে আবান ২২১ হিজরীতে অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) মৃত্যুর ৭১ বৎসর পর মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইমাম ইবনে হুমাম হানাফী ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। মযহব পন্থীদের নিকট চারি ইমামের পর ইজতেহাদের দ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নতুবা ইবনে হুমাম মুজতাহিদ রূপেই পরিগণিত হইতেন। তবে তিনি ইজতেহাদের সুউচ্চ স্তরে পৌঁছিয়াছিলেন বলিয়া হানাফী ফকীহগণ সাক্ষ্য দিয়াছেন। এমন যে উঁচু দরের ফকীহ ইবনে হুমাম—তিনি খোলাখুলিই বলিয়া দিতেছেন:

اذا تعارض الخبر الواحد والقياس لاجمع بينهما ممكن قدم الخبر مطلقا عند الاكثر منهم ابو حنيفة والشافعي واحمد ٥

যখন খবরে ওয়াহেদ (একজন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস) এবং কেয়াস এইরূপ অসমঞ্জস প্রতিপন্ন হইবে যে উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান অসম্ভব, তখন হাদীসকেই অগ্রগণ্য করিতে হইবে, ইহাই অধিকাংশের মত। উহার মধ্যে রহিয়াছেন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ। (তাক্‌রীর, ২য় খণ্ড, ২৯৮ পৃঃ মিসরী ছাপা।)

উসূলে বায্‌দবীর শরাহ কাশফুল আসরারে স্পষ্টভাবেই হযরত আবুহানীফার হাদীস সম্পর্কীয় নীতির কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে:

"ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সম্পর্কে প্রমাণসিদ্ধ কথা এই যে, "তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলের তরফ হইতে আমাদের নিকট যাহা কিছু পৌঁছে উহা আমাদের মস্তক ও চক্ষুর উপর মনযুর। রাবীদের ফকীহ হওয়ার শর্ত পূর্ববর্তীদের নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই। সুতরাং সাব্যস্ত হইয়া গেল যে, এই শর্ত একটি নূতন কথা (বেদআত) ভিন্ন আর কিছুই নয়।" (৭০৩ পৃঃ)

শয়খুল হিন্দ শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ হুজ্জাতুল্লাহেল বালেগার ১৫৯-১৬০ পৃষ্ঠায় (মিসরী ছাপা) এই প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন,

www.ahlehadeethbd.org

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং তাঁহার দুই শাগরেদ আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদের তরফ হইতে এই নীতির কোন রেওয়ায়ত সাব্যস্ত হয় নাই।"

উপরোক্ত উধৃতির সাহায্যে শুধু হানাফী মযহবের বড় বড় অথরিটির মন্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, ইমাম আবু হানিফা কিম্বা তাঁহার দুই শাগরেদ আলোচ্য উসুলী নীতির প্রবর্তক নন। ইহা প্রবর্তন করিয়াছেন ঈসা ইবনে আবান নামে পরবর্তী একজন ফকীহ এবং তাহাই —তাঁহার পরবর্তী হানাফী আলেমগণ গ্রহণ করিয়া উক্ত নীতি অনুসারে হযরত আবু হুরায়রার বর্ণিত সহীহ হাদীসকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এখন দ্বিতীয় এবং আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়—আবু হুরায়রা কি সত্যই ফকীহ ছিলেন না?

প্রথম কথা এই যে, তিনি যে ফতোয়া প্রদান করিতেন এবং প্রয়োজন ক্ষেত্রে এজতেহাদও করিতেন তাহার বহু প্রমাণ রহিয়াছে। আলোচনার দীর্ঘতা পরিহারের জন্য কেবল দুই রকম মাণ পেশ করিব। হযরত উমর (রাঃ) আবু হুরায়রাকে বাহরায়নের গবর্ণর নিযুক্ত করেন। মুয়াবিয়া—মতান্তরে মারওয়ান শেষোক্ত জনের সাময়িক অনুপস্থিতিকালের জন্য আবু হুরায়রাকে মদীনার গবর্ণর নিযুক্ত করেন। এই দুই নিযুক্তিই ঐতিহাসিক সত্য (দেখুনঃ মূল ইতিহাস গ্রন্থসমূহ, রেজালগ্রন্থসমূহ এবং Encylopaedia of Islam. এর সম্প্রতি প্রকাশিত সংস্করণ : আবু হুরায়রা।)

যিনি তখনকার দিনে গবর্ণর নিয়োজিত হইতেন তখন তাঁহাকে রাজ্য শাসন ছাড়া বহু ব্যাপারে শরয়ী মসলায় এজতেহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। মুআজ ইবনে জবলের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। সুতরাং আবু হুরায়রা ফকীহ না হইলে যে হযরত উমর এবং মুআবিয়া তাহাকে গবর্ণর নিযুক্ত করিতেন না ইহা বুঝিতে বেশী বুদ্ধির প্রয়োজন করে না।

তবু সন্দেহবাদীদের সন্দেহ দূর করার জন্য মযহবে হানাফীয়ার দুইজন বিশিষ্ট ফকীহের অভিমত পেশ করিতেছি। আল্লামা ইবনে হুমাম হেদায়ার ভাষ্য ফতহুল কদীরে বলিতেছেন :

والمائة الالف الذين توفي عنهم صلى الله عليه وسلم لايبلغ عدة المجتهدين الفقهاء منهم اكثر من عشرين كالخلفاء والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل والس وابى هريره وقليل والباقون يرجعون اليهم ويستفتون منهم ०

আর যে এক লক্ষ ছাহাবীকে রাখিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) মহাপ্রয়াণ করিলেন তাহাদের মধ্যে মুজতাহিদ ও ফকীহের সংখ্যা ২০এর অধিক ছিল না। যেমন ৪ খলীফা, ৪ আবদুল্লাহ (আবদুল্লাহ ইবনে উমর। আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ), যায়দ ইবনে সাবেত, মুআজ ইবনে জাবাল, আনাস, আবু হুরায়রা এবং আরও কয়েকজন। অবশিষ্ট সকলে ইহাদের নিকটেই ফতোয়া জিজ্ঞাসা করিতেন।

—ফতহুল কাদীর, নওল কিশোর প্রেস, দ্বিতীয় খণ্ড ১৪১ পৃ।

ঠিক এই ভাবেই উসুলে বাযদাবীর শরাহ কাশফুল আসরারে আল্লামা আবদুল আযীয বুখারী বলিয়াছেন :

على انا لانسلم ان اباهريرة رضى الله عنه لم يكن فقيها بل كان فقيها ولم يعدم شيئا من اسباب الاجتهاد وقد كان يفتى فى زمان الصحابة وما كان يفتى فى زمان الصحابة الا فقيه مجتهد وكان من علية اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهم وقد دعا النبى صلى الله عليه وسلم له بالحفظ فاستجاب الله تعالى له فيه حتى انتشر فى العالم ذكره وحديثه وقال اسحق الحنظلى ثبت عندنا فى الاحكام ثلاثة الاف من الاحاديث روى ابو هريرة منها الف وخمس مائة وقال البخارى روى عنه سبع مائة نفر من اولاد المهاجرين والانصار وقد روى جماعة من الصحابة عنه فلا وجه الى رد حديثه بالقياس .

(অতঃপর) আমরা কখনই স্বীকার করিনা যে,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হযরত আবু হুরায়রা ফকীহ ছিলেন না, (বরং আমরা বলি) যে, তিনি ফকীহ ছিলেন। ইজতেহাদের এমন কোন শর্ত নাই যাহার অভাব তাঁহার ভিতর ছিল। বস্তুতঃ সাহাবাগণের জামানাতে তিনি ফতোয়া প্রদান করিতেন আর উক্ত যুগে ফকীহ এবং মুজতাহিদ ছাড়া আর কেহই ফতোয়া দিতেন না। তিনি ছিলেন রসুলুল্লাহর (দঃ) উচ্চ-মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবাগণের অন্যতম। তাঁহাদের সকলের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট ছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার জন্য আল্লার নিকট হিফ্‌যের দোয়া করিয়াছিলেন এবং আল্লাহ তা'লা তাঁহার জন্য হুজুর (দঃ) এর এই দোওয়া কবুল করিয়াছিলেন। ফলে জগতের প্রান্তে প্রান্তে রসুলুল্লাহর (দঃ) যিক্‌র এবং তাঁহার হাদীস ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইমাম ইসহাক হানযালী বলিয়াছেন, আমাদের নিকট মসলা মাসায়েল সংক্রান্ত ৩ হাজার হাদীস (সঠিকরূপে) সাব্যস্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা একাই রেওয়ায়াত করিয়াছেন দেড় হাজার হাদীস। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলিয়াছেন, আনসার এবং মুহাজিরগণের সন্তান সন্ততির মধ্যে ৭শত জন আবু হুরায়রার নিকট হইতে হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন। অধিকন্তু ছাহাবাগণের মধ্যে একদল তাঁহার নিকট হাদীস শ্রবণ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার হাদীস পরিত্যাগ করার কোনই কারণ নাই।" (কাশফুল আসরার, দ্বিতীয় খণ্ড ৭০৩ পৃঃ)

দেখা গেল, হানাফী মযহবে যে ভিত্তির উপর কেয়াসের খেলাফ হযরত আবু হুরায়রার একক বর্ণিত হাদীস পরিত্যাগ করার (উসুল রূপ) ইমারত রচিত হইয়াছিল, সেই মযহবেরই বিশিষ্ট মুহাক্কেক আলেমগণ প্রকৃত অবস্থার পর্যালোচনা পূর্বক সেই ইমারতটিকে ভিত সমেত উৎপাটিত করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এ সম্পর্কে আর অধিক আলোচনা এবং মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

www.ahlehadeethbd.org

পারিষদিক শালীনতা বনাম সামাজিক শালীনতা

খবরে প্রকাশ, সম্প্রতি পশ্চিম পাকিস্তান পরিষদে সামরিক শাসনকালের প্রবর্তিত পারিবারিক আইন অর্ডিন্যান্সটির আলোচনা প্রসঙ্গে পরিষদ কক্ষে জনৈক মাওলানা সদস্য নাকি পরিষদের মহিলা সদস্যাদেরে লক্ষ্য করিয়া একটি বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেন। তাহাতে মহিলা সদস্যাগণ আপত্তি করিলে কথক (speaker) মহোদয় নাকি ঐ বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যটি সম্পর্কে ফয়সালা দেন যে, উহা শোভনীয় (Fair) না হইলেও উহা অপারিষদিক (unparliamentary) নয়।

আমরা যাহারা পারিষদ নই, এবং পারিষদিক জায়েয-নাজায়েয কাজের উসূল যাহাদের জানা নাই তাহাদের মনে পশ্চিম পাকিস্তানী পরিষদ-কথক মহোদয়ের মন্তব্য সম্পর্কে দুইটি প্রশ্ন জাগে। (প্রথম প্রশ্ন)—কোন্ মন্তব্যটি পারিষদিক এবং কোন্ মন্তব্যটি অপারিষদিক সে সম্বন্ধে এমন কি কোন ধরাবাঁধা বিধিবদ্ধ নিয়ম কানুন আছে যাহার উপর ভিত্তি করিয়া পরিষদ কথক ফয়সলা দিতে পারেন? অথবা কোন মন্তব্য বিশেষের পারিষদিক-অপারিষদিক হওয়া কি কথক মহোদয়ের discretion ও বিবেচনার উপর নির্ভর করে? (দ্বিতীয় প্রশ্ন) কথক মহোদয় মন্তব্যটিকে 'সঙ্গত নয়' (not fair) বলিয়া স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে ফতওয়া দিয়াছেন যে, পরিষদ কক্ষে ঐ প্রকার উক্তি নাজায়েয নয়। তাঁহার মন্তব্যের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ভদ্রতা ও শালীনতার বিরোধী বলিয়া যাহা সাধারণ লোক সমাজে পরিত্যাজ্য ও বর্জনীয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে তাহার কোন কোনটি উচ্চতর ভদ্র সমাজ তথা পরিষদে বৈধ হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। আমরা জনসাধারণ সমাজ কিন্তু ইহার ঠিক বিপরীত মত পোষণ করিয়া থাকি। আমাদের মতে পরিষদ কক্ষের ভদ্রতা ও শালীনতার মান সাধারণ লোক সমাজে প্রচলিত ভদ্রতা ও শালীনতার মান অপেক্ষা উন্নত হইতে হইবে। অর্থাৎ জনসাধারণের মতে যাহা অশোভন ও অসঙ্গত (not fair) তাহা তো কোনক্রমেই পরিষদ কক্ষে বৈধ হইবেই না, অধিকন্তু সাধারণ জনসমাজে যাহা ভদ্রতা হিসাবে বৈধ তাহারও কোন কোনটি পরিষদ কক্ষে অবৈধ বিবেচিত হইতে পারে। আমাদের যুক্তি এই যে, পরিষদ-সমাজ আমাদের নেতৃস্থানীয় সমাজ; কাজেই নীতি-নৈতিকতা, ভদ্রতা-শালীনতা প্রভৃতি সদগুণাবলী পরিষদ-সমাজে অধিকতর কঠোরতার সহিত পালিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমাদের এই মতের মূলে রহিয়াছে সূরা বনী ইসরাঈলের ১৬ম আয়াত। আয়াতটি এই :

واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنها تدميرا .

আল্লাহ তা'আলা বলেন: আমি যখন কোন

www.ahlehadeethbd.org

জনপদকে ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করি তখন ঐ জনপদের সম্ভ্রান্ত নেতৃস্থানীয় লোকেরা আমারই নির্দেশক্রমে ঐ জনপদে অন্যায় ও গর্হিত কাজ করিতে লাগিয়া যায়। ফলে, ঐ জনপদবাসীদের প্রতি আমার শাস্তির হুকুম অবধারিত হইয়া উঠে। অনন্তর, আমি ঐ জনপদবাসীদেরে সমূলে বিনাশ করি। মওলানা সাহেবের বিদ্রূপাত্মক ব্যঙ্গোক্তি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, ইসলামী আদর্শের মাপকাঠিতে তাঁহার ঐ মন্তব্যটি অন্যায় হইয়াছে। মওলানা সাহেব সূরা আন্‌নহলের ১২৫ম আয়াতটিতে বর্ণিত নির্দেশটি অমান্য করিয়াছেন। যদিও ইহা তাঁহার বেশ ভাল ভাবেই জানা আছে তবুও আমরা আমাদের কর্তব্যবোধে আয়াতটি উধৃত করিতেছি। আয়াতটি এই :—

ادع الى سبيل ربك بالحكمة
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى
احسن .

বিচক্ষণতা সহকারে ও উত্তম উপদেশযোগে আল্লার পথের দিকে ডাক, এবং বিপক্ষ দলের যুক্তি তর্কের চেয়ে অধিকতর উত্তম যুক্তি দ্বারা তাহাদের সহিত বিতর্ক কর।

যে কোন মুসলিম নর-নারীকে বিদ্রূপ করা যে হারাম তাহা মওলানা সাহেবের মোটেই অবিদিত নয়। তবুও তিনি এমন কথা বলিলেন কেন? আমাদের ধারণা পরিষদ কক্ষের আবহাওয়াই ইহার জন্য দায়ী। লোকে বলে, "সঙ্গদোষে শিলা ভাসে।" কথাটি মিথ্যা নয়। সম্ভবত: অমওলানা পারিষদদের প্রভাবে পড়িয়া মওলানা সাহেবের খাসলত ও রুচি বিকৃত হইয়া গিয়াছে—'যে যায় লঙ্কা সেই হয় হনুমান।'

هر كه دركان لك رفت لمك شد

নবী করীম সঃ-র একটি বাণীও এই মর্মে পাওয়া যায়। বুখারী ও মুসলিম হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

تجدون من خير الناس اشدهم
كراهية بهذا الامر حتى يقع فيه ٥

"মানুষের মধ্যে যাহারা উত্তম তাহারা যে পর্যন্ত রাজকীয় ব্যাপারে জড়িত হইয়া না পড়ে সে পর্যন্ত তোমরা তাহাদিগকে রাজ-সংস্রবের প্রতি সর্বাধিক ঘৃণা পোষণকারী পাইবে।"

অর্থাৎ উত্তম মুমিন তাহারা যাহারা নিজেদেরে রাজকীয় সংস্রব হইতে দূরে রাখে। তারপর, যে যতই উত্তম মুমিন হউক না কেন সে যদি একবার রাজকীয় সংস্রবে নিজেকে জড়িত করিয়া ফেলে তবে সে আর কোন ক্রমেই উত্তম মুমিন থাকিতে পারে না।

পূর্ব পাক-পরিষদে "নৃত্য-গীত"

সম্প্রতি পূর্ব-পাক পরিষদে নৃত্যগীত অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে পরিষদে তুমুল উত্তেজনা দেখা যায়। তর্কবিতর্কের পর অধিকাংশ ভোটে ইহা স্থিরীকৃত হয় যে, নৃত্যগীত ইসলামে জায়িয কিনা সে সম্পর্কে ফতওয়ার জন্য ব্যাপারটি ইসলামী উপদেষ্টা কমিটির নিকট প্রেরণ করা হউক।

পরিষদের এই সুপারিশে আমরা মোটেই বিস্মিত হই নাই। কারণ কালচার ও সংস্কৃতির নামে ইসলাম বিরোধী বহু ব্যাপার পাকিস্তানে অহরহ অনুষ্ঠিত হইয়া চলিয়াছে। এ সবের উদ্যোক্তার পর্যায়ে প্রায় ঐ সকল যুবককেই দেখা যায় যাহাদের সংস্রব ইসলামের সহিত মোটেই নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না—যাহারা নমায রোযার ধার ধারে না—যাহারা ধর্মের বাঁধনকে অস্বাভাবিক বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে—এম কথায় যাহারা সর্ববাঁধনমুক্ত, যাহারা যাহা-ভাল-লাগে-তাহা করার নীতি অবলম্বন করিয়াছে তাহারাই কালচারের নামে ইসলাম বিরোধী কাজগুলির প্রধান কর্মকর্তা হইয়া থাকে। এই সকল ইসলাম বিরোধী কার্যগুলির

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মধ্যে নৃত্য ও বাদ্য-যন্ত্রাদি সহকারে সঙ্গীত অন্যতম। আল্লার কালামে ও রসুল সঃ-র হাদীসে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি প্রমাণ উপস্থাপিত করিতেছি।

কুরআন মজীদের একাধিক স্থানে এ কথা বলা হইয়াছে যে, ইবলীস যখন আল্লাহ তা'আলার দরবার হইতে বিতাড়িত হয় তখন সে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে এই প্রার্থনা জানায় যে, আল্লাহ তা'আলা যেন তাহাকে এমন ক্ষমতা দান করেন, যে ক্ষমতাবলে সে আদম সন্তানদেরে সর্বপ্রকারে প্রলুব্ধ করিয়া তাহাদেরে বিপথগামী করিতে পারে। আল্লাহ তা'আলা ইবলীসের প্রার্থনা আংশিকভাবে মনযুর করেন এবং বলেন যে, আল্লার ভক্ত বান্দা ছাড়া আর সকলকে বিপথগামী করিবার জন্য চেষ্টাচরিত্র চালাবার অধিকার ইবলীসকে দেওয়া হইল। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এ কথাও বলেন,

واستفزز من استطعت منهم بصوتك

"আদম সন্তানদের মধ্য হইতে যাহাকে তুমি পার তাহাকে তোমার স্বর দ্বারা আকৃষ্ট করিতে থাক।"

তফসীরকারগণ বলেন, বাদ্যযন্ত্র সহকারে সঙ্গীত পরিবেশনই হইতেছে ইবলীসের স্বর।

বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বাদ্যযন্ত্রাদিকে مزامير الشيطان "শয়তানের দলে ভিড়াইবার অস্ত্রাদি" বলা হইয়াছে।

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর রাঃ পথ চলিতে চলিতে যদি বাদ্যযন্ত্রের আওয়ায শুনিতে পাইতেন তবে কানে আঙ্গুল ঢুকাইয়া চলিতে থাকিতেন এবং এত-দূরে গিয়া কাণ হইতে আঙ্গুল বাহির করিতেন যেখানে বাদ্যযন্ত্রাদির আওয়ায শোনা যাইত না।

আফসোস, শত আফসোস! যে বাদ্যযন্ত্র এরূপ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ সেই বাদ্যযন্ত্রের আওয়ায না শুনিয়া শহরে বাযারে সামান্য দূর পথ অতিক্রম করাও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। আজ প্রত্যেকটি ব্যাপারে—বিশেষতঃ ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপে হিটলারী নীতি—অর্থাৎ অন্যায়কে সুপ্রতিষ্ঠিত কর, অন্যায়ের গুনগাণ করিতে থাক, প্রপাগাণ্ডার কল্যাণে লোকে অন্যায়কে ন্যায় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবে—অনুসৃত হইয়া চলিয়াছে। পাকিস্তানের কোন কোন সংবাদপত্র আজ ইসলাম-দরদী আলিমদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের এ যুদ্ধ বাহ্যতঃ 'আলিমদের বিরুদ্ধে হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা ইসলামের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের ধারণা আলিমকে জব্দ করিতে পারিলেই ইসলাম খতম হইবে। ঐ সকল সংবাদপত্র ইসলাম-দরদী আলিমদের বিরুদ্ধে দিবারাত্র বিষোদগীরণ করিয়া হুজুগপ্রিয় যুবক-যুবতীকে এবং ভোগ লিপ্সু নর-নারীকে আলিমদের তথা ইসলামের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। পূর্বপাকিস্তান পরিষদ ঐ ইসলামবিরোধী মনোবৃত্তি-সম্পন্ন পরিবেশের চাপে পড়িয়াই এই সুপারিশ করিতে বাধ্য হইয়াছে বলিয়া আমরা ধারণা করি। আমরা আল্লার দরবারে দু'আ করি তিনি পাকিস্তান বাসীদিগকে প্রকৃত মুমিন মুসলিম হইয়া জীবন-যাপনের তওফীক দান করুন। আমীন সুম্মা আমীন!

www.ahlehadeethbd.org